ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-316 ■ 15 August, 2026 ■ আগরতলা ১৫ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে

দেশের নারীশক্তি ও যুবসমাজের সাফল্য তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (আইএএনএস)।। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশের নারীশক্তি ও যুবসমাজের অগ্রগতির প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে কৃষি, প্রতিরক্ষা, ব্যবসা ও খেলাধুলা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের মেয়েদের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করার পাশাপাশি দেশের তরুণ প্রজন্মকে ভারতের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভারতের মেয়েরা' আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে 'ড্রোন দিদি'দের ভূমিকা থেকে শুরু করে বায়ুসেনায় ফাইটার কমব্যাট লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন, নারীরা দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

সম্প্রতি গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসের কথাও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি। সেখানে ভারতের পাওয়া ১৩টি সোনার পদকের মধ্যে আটটি এসেছে মহিলা ক্রীড়াবিদদের হাত ধরে। নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতাও দ্রুত বাড়ছে বলে জানান রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিতে এখন ১০ কোটিরও বেশি মহিলা সদস্য রয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৩ কোটি 'লাখপতি দিদি' তৈরির লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। এবার আরও ৩ কোটি মহিলাকে নতুন করে 'লাখপতি দিদি' করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে দেশ। 'মুদ্রা যোজনা'র আওতায় আর্থিক সহায়তা পাওয়া উদ্যোক্তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মহিলা বলেও জানান তিনি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের এই ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণকে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি।

গণতন্ত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টিও তাঁর ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব পায়। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভোটদানে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ভারতের গণতন্ত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ২০২৩ সালে পাশ হওয়া 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'-এর মাধ্যমে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশভাগের স্মরণ দিবসে

সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (আইএএনএস) ।। 'পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে' বা দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবসে দেশভাগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, এই দিনটি দেশের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করুক।

এক্স-এ দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশভাগ বহু মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। অসংখ্য পরিবার ঘরবাড়ি হারিয়েছিল, প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হয়েছিল। তবে সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি কাটিয়ে বহু মানুষ শূন্য থেকে নতুন জীবন গড়ে তুলেছিলেন এবং দেশের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

মোদি বলেন, তাঁদের জীবনসংগ্রাম মানবিক চেতনার শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দিনটি দেশের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার সংকল্প আরও গভীর করবে এবং 'বিকশিত ভারত' গড়ে তুলতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রেরণা দেবে।

এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও দেশভাগের সময় নিহত ও বাস্তুচ্যুত মানুষদের স্মরণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টকে ইতিহাসের অন্যতম নির্মম অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশভাগের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান এবং কোটি কোটি মানুষ ঘরবাড়ি, সম্পত্তি ও প্রিয়জনদের ছেড়ে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হন।

অমিত শাহ বলেন, দেশভাগের সেই ক্ষত ইতিহাস কখনও ভুলবে না। 'পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে'-র মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে সেই ভয়াবহতার স্মৃতি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, যাতে দেশকে বিভক্ত করার শক্তিগুলি ভবিষ্যতে সফল হতে না পারে এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' দেশের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীর বদলে যাত্রী পরিবহণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ আগস্ট।। সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স কি শুধুমাত্র রোগী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, নাকি রোগীকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার পর ফেরার পথে যাত্রী বহন করে অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে? তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের এক সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ঘিরে এমনই প্রশ্ন সামনে এসেছে।

অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কোনও রোগীকে নির্দিষ্ট হাসপাতালে রেফার করা হলে কর্তব্যরত অ্যাম্বুল্যান্স চালক তাঁকে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে দেন। কিন্তু রোগীকে হাসপাতালে নামিয়ে দেওয়ার পর ফেরার পথে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে যাত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঐক্যবদ্ধভাবে বিকশিত ভারত গড়তে চাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট।। দেশভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশকে বিভাজনের হাত থেকে রক্ষা করতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। একইসঙ্গে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

আজ আগরতলার বড়দোয়ালি স্কুলে বিজেপি সদর শহর জেলার উদ্যোগে আয়োজিত 'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস'-এর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে দেশভাগের সময়ের ভয়াবহতা, মানুষের দুর্ভোগ ও প্রাণহানির কথা স্মরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৪ আগস্ট ভারতের ইতিহাসে চিরকাল একটি অসহনীয় যন্ত্রণার দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কয়েকটি হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে সেদিন মাতৃভূমি বিভক্ত হয়েছিল। দেশভাগের ফলে অগণিত মানুষকে সীমাহীন দুর্ভোগ, ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। সেই বেদনাদায়ক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে দেশ আর কোনও ধরনের বিভাজনের মুখে না পড়ে, সেদিকেও সকলকে সচেতন থাকতে হবে।

তিনি বলেন, দেশভাগের ঘটনা শুধুমাত্র ভারতের মানচিত্রের পরিবর্তন ছিল না, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষের জীবন, স্বজন হারানোর বেদনা, বাস্তুচ্যুতি এবং সীমাহীন দুর্ভোগের ইতিহাস। তাই এই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের ঐক্য, সংহতি ও সামাজিক সম্প্রীতিকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

এদিন ত্রিবর্ণ পতাকার গুরুত্বও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকার প্রতিটি রঙের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, সাহস ও দেশপ্রেমের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় হোক ঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট ।। দেশভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের ঐক্য, সম্প্রীতি, মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার বার্তা দিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী বলেন, এই দিনটি শুধুমাত্র অতীতকে স্মরণ করার দিন নয়, বরং বিভাজন, বিদ্বেষ ও হিংসা কীভাবে একটি সমাজ ও প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে পারে, তা উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নেওয়ার দিন।

তিনি বলেন আজ আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকব। দীর্ঘ সংগ্রাম, অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ এবং কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বপ্নের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে এসেছিল দেশভাগের যন্ত্রণা। এই বিভাজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাবী প্রজন্মকে জানাতে হবে ঃ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট।। দেশভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাস ও সেই সময়ের ভয়াবহতা স্মরণ করে শুক্রবার বিলোনিয়ার শচীনদেব বর্মন অডিটোরিয়ামে পালিত হলো 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস'। দক্ষিণ জেলা বিজেপি কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় ঘটে যাওয়া প্রাণহানি, মানুষের দুর্ভোগ এবং উদ্বাস্তু জীবনের করুণ অধ্যায় স্মরণ করার পাশাপাশি ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা তুলে ধরাই ছিল এদিনের কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা বিজেপি সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দেবনাথ, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা। অনুষ্ঠানে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের করুণ ইতিহাস এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মামলার ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের কাবু করা যাবেনা ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট ।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে ত্রিপুরায়। তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে মামলা দায়েরের খবর প্রকাশ্যে আসার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মানিক সরকারের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি একটি সরকারি কর্মসূচিতে গিয়ে তাঁর একটি বক্তব্যকে বিকৃত করে অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে নিজেদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, তাঁর বক্তব্যের প্রকৃত বিষয়বস্তুকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেটিকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনা সামনে এসেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তদান শিবিরের আয়োজনের আগে নবারুণের বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট ।। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রক্তদান শিবির আয়োজনের প্রস্তুতির মধ্যেই ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবের বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে। বাড়িতে ডেকোরেশনের কাজ করতে আসা শ্রমিকদের মারধর এবং পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন নবারুণ দেব। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নবারুণ দেবের অভিযোগ, আগামী শনিবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁর নিজ বাসভবনে একটি রক্তদান শিবির আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিবিরের প্রস্তুতি হিসেবে গত কয়েকদিন ধরে তাঁর বাড়িতে ডেকোরেশনের কাজ চলছিল। অভিযোগ, স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ডেকোরেশনের কাজে বাধা দিতে শুরু করেন। তাঁর দাবি, সুকান্ত পাল নামে এক ব্যক্তি প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে এসে শ্রমিকদের হুমকি দেন। এর জেরে শ্রমিকরা কাজ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

পরবর্তীতে শুক্রবার সকালে ডেকোরেটরের একটি দল ফের কাজ শুরু করতে তাঁর বাড়িতে আসে। অভিযোগ, দুপুরের দিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

৮০তম স্বাধীনতা দিবসে সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ শনিবার ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাগরণ পত্রিকা ও রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর সমস্ত বিভাগের ছুটি। তাই রবিবার (১৬ আগস্ট) পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। সোমবার থেকে যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ
জাগরণ

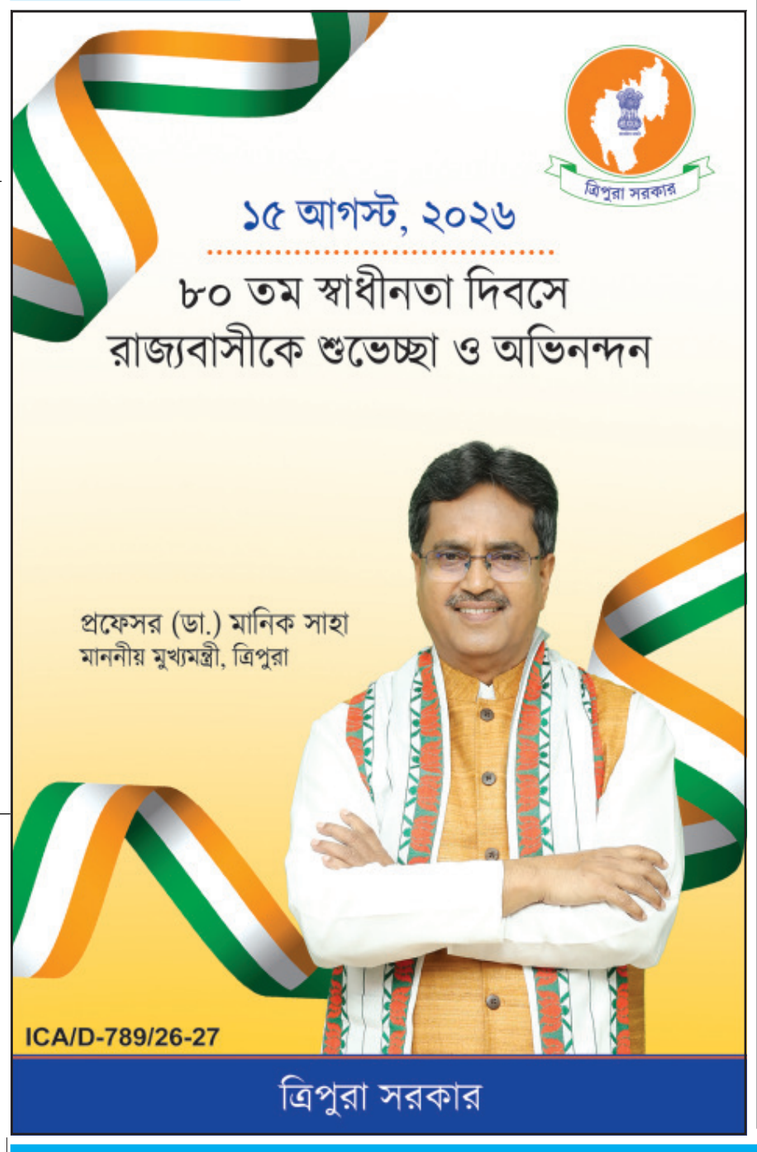

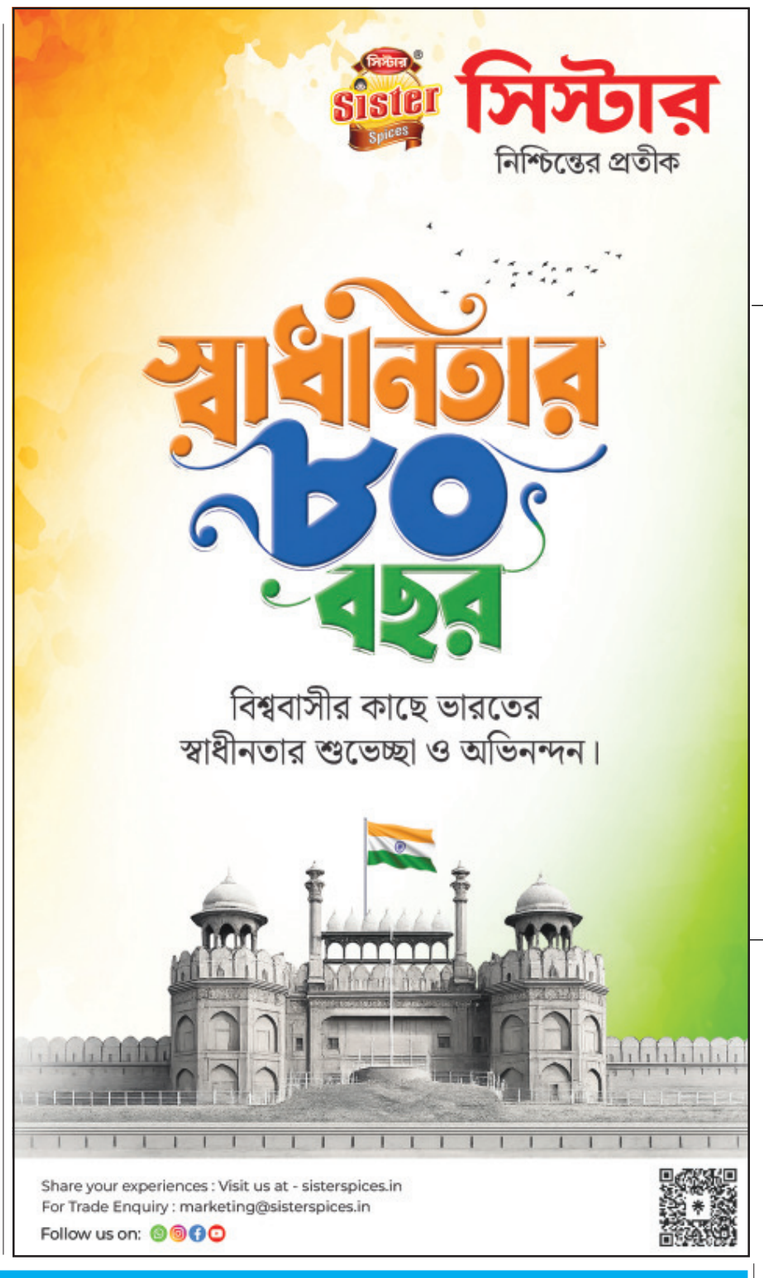

জাগরণ আগরতলা ১৫ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৯ শ্রাবণ, শনিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আজ স্বাধীনতা দিবস আত্ম তৃপ্তির দিন

ভারতের স্বাধীনতা দিবস আত্মত্যাগ, অর্জন এবং ভবিষ্যতের পথ।

১৫ই আগস্ট ভারত তার ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস। এই বিশেষ দিনটি কেবল একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক নয়, বরং এটি আমাদের জাতির আত্মত্যাগ, অর্জন এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির এক গভীর প্রতিফলন। ১৯৪৭ সালের এই দিনে ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল ভাঙিয়া ভারত এক নতুন দিগন্তে পা রাখিয়াছিল। এই স্বাধীনতা আসিয়াছিল বহু শহীদের রক্ত এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়া। তাঁহাদের সেই অদম্য সাহস এবং আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এই দিনটি আমাদের জাতীয়তাবোধকে নতুন করিয়া জাগাইয়া তোলে।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারত এক দীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল পথ অতিক্রম করিয়াছে। একটি নবীন রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে একদিকে যেমন দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং বিভাজনের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে

হইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং কূটনীতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। কৃষি, শিল্প, মহাকাশ গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তিসর্বত্রই ভারত বিশ্ব মঞ্চে নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করিয়াছে। গণতন্ত্রের এক বিশাল পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ভারত বিশ্বকে দেখাইয়াছে যে বহুত্ববাদ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব।তবে, স্বাধীনতা দিবসের এই উদযাপনের মাঝে আমাদের কিছু কঠিন সত্যের মুখোমুখিও হইতে হইবে। আজও দেশে বৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক অস্থিরতা বিদ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সহিষ্ণুতার যে আদর্শ নিয়া আমাদের যাত্রা শুরু

হইয়াছিল, তাহা আজও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের মুখে। জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং বিশ্ব অর্থনীতির অনিশ্চয়তা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করিয়াছে।এই স্বাধীনতা দিবস আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে স্বাধীনতা কেবল একটি প্রাপ্তি নয়, এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং একে আরও অর্থবহ করিয়া তোলা আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। আমাদের তরুণ প্রজন্মকে যেমন এই দেশের গৌরবময় ইতিহাস এবং অর্জনের কথা জানাইতে হইবে, তেমনই তাহাদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং সেবার মনোভাব জাগাইয়ায়ে তুলিতে হইবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সকলের জন্য নিশ্চিত করা, বৈষম্য দূর করা এবং একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়িয়া তোলাএগুলোই হইবে আমাদের আগামী দিনের প্রধান লক্ষ্য।ভারতের স্বাধীনতা দিবস কেবল উদযাপনের দিন নয়, এটি আত্ম-পর্যালোচনা এবং নতুন করে অঙ্গীকার করিবার দিন। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এমন এক ভারত গড়িবার শপথ নিই, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের জীবন উন্নত হইবে, যেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যেখানে আমাদের দেশ বিশ্ব দরবারে আরও শক্তিশালী ও সম্মানিত হইয়া উঠিবে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার এটাই সময়।

৭১তম ওএনজিসি দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সেমিনার

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ওএনজিসির ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার আগরতলার জয়নগর মধ্যরাস্তায় এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ওএনজিসি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন, আগরতলার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ওএনজিসির অবসরপ্রাপ্ত পেনশনভোগী প্রাক্তন কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বয়স্ক পেনশনভোগীদের বিভিন্ন সমস্যা, তাঁদের অধিকার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি বয়স্ক নাগরিকদের জন্য আইনি সহায়তা এবং সরকারি পরিষেবা পাওয়ার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এল্ডার লাইন সংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং রাজ্য মানবাধিকার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ বয়স্ক নাগরিকদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ওএনজিসি পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শেখর দত্ত এবং সাধারণ সম্পাদক তুষার দত্ত মজুমদার। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত ওএনজিসি কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং তাঁদের কল্যাণে সরকারি ও আইনি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়। ৭১তম ওএনজিসি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই সেমিনারের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও বয়স্ক নাগরিকদের অধিকার এবং তাঁদের কল্যাণের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

চন্দ্রপুর সিন্থেটিক টার্ফ মাঠে প্রেসিডেন্ট কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট, অংশ নেবে ২৬টি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ আগস্ট: দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে আগামীকাল উদয়পুরের চন্দ্রপুর সিন্থেটিক টার্ফ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৩২ মাতাবাড়ি মণ্ডল পরিচালিত 'প্রেসিডেন্ট কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬'। টুর্নামেন্টকে ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এই উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধ্যায় ৩২ মাতাবাড়ি মণ্ডল কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩২ মাতাবাড়ি মণ্ডলের সভাপতি বিশ্বজিৎ মারাক, সহ-সভাপতি পার্থসারথি দাস, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, গোমতী জেলা বিজেপির স্পোর্টস সেলের কনভেনার মনোজ কুমার বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবারের টুর্নামেন্টে মোট ২৬টি দল অংশগ্রহণ করবে। নকআউট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন দলকে নগদ এক লক্ষ টাকা ও ট্রফি এবং রানার্সআপ দলকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ট্রফি প্রদান করা হবে। এছাড়াও ম্যান অব দ্য ম্যাচ, ম্যান অব দ্য সিরিজ-সহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত পুরস্কার দেওয়া হবে। টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রন কমিটি, অ্যাডভাইজরি কমিটি, অর্গানাইজিং কমিটি, পানীয় জল উপ-কমিটি, রিফ্রেশমেন্ট উপ-কমিটি, সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক কমিটি, দমকল পরিষেবা উপ-কমিটি, স্বাস্থ্য কমিটি, টেকনিক্যাল উপ-কমিটি, মাঠ ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি, অর্থ সংগ্রহ উপ-কমিটি, মিডিয়া ও প্রচার উপ-কমিটি, দল সংগ্রহ উপ-কমিটি এবং আবাসন উপ-কমিটি। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার দুপুর ১টায় টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা ৩২ মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিজেপি গোমতী জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, গোমতী জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, বিডিও অরিজিৎ পাল, স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্সের সহকারী অধিকর্তা শান্তনু সূত্রধর, গোমতী জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি উত্তম দে এবং স্পোর্টস সেলের গোমতী জেলার কনভেনার মনোজ কুমার বিশ্বাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

স্বাধীন ভারতের মশালবাহকগণ

শ্রী সি.পি. রাধাকৃষ্ণন
ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি

ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের এই বিশেষ মুহূর্তে, আমি সমস্ত ভারতবাসীদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছিলেন, সেই সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিও আমি আমার সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গত সপ্তাহে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সফরের সময়, "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানের অংশ হিসেবে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার এবং মহান দেশপ্রেমিক শ্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাত দিয়ে প্রথমবার "তিরঙ্গা" উত্তোলনের ঘটনাটিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ভারতের যে পবিত্র ভূমিতে নেতাজির "আজাদ হিন্দ ফৌজ" প্রথমবার "তিরঙ্গা" উত্তোলন করেছিল, ঠিক সেই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার কাছে সত্যিই এক অত্যন্ত আবেগঘন অভিজ্ঞতা ছিল। এই উপলক্ষটি আমাকে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাসুম্পোন মুথুরামালিঙ্গ থেভার-এর আমন্ত্রণে শ্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মাদুরাই সফরের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি এই অঞ্চলের অসংখ্য দেশপ্রেমিককে অনুপ্রাণিত করেছিল। আরেকটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণাদায়ক মুহূর্ত ছিল "ন্যাশনাল মেমোরিয়াল সেলুলার জেল" পরিদর্শন। ঔপনিবেশিক শক্তি এখানে ভারতমাতার মহান সন্তান শ্রী বীর সাভারকর জি, শ্রী যোগেন্দ্র শুক্লা জি, শ্রী বটুকেশ্বর দত্ত জি, শ্রী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল জি এবং আরও অনেককে বন্দি করে রেখেছিল এবং তাঁদের নির্জন কারাবাস করতে বাধ্য করেছিল। আজও এই জাতীয় স্মৃতিসৌধের দেওয়ালগুলো সেইসব মানুষের সাহস, অকথ্য যন্ত্রণা ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁরা ভারত যাতে স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এই সফর আমাকে এই নিবন্ধটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। এর মাধ্যমে আমি সেই সব দেশপ্রেমিক অগ্রদূতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিলেন এবং জাতিকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। "ভারত ছাড়ো আন্দোলন"-এর স্মরণে ৯ই আগস্ট আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে "হর ঘর তিরঙ্গা" অভিযানের সূচনা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। ১৯৪২ সালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী "ভারত ছাড়ো আন্দোলন" শুরু করেছিলেন এবং জাতিকে দিয়েছিলেন এক উদ্দীপক স্লোগান- 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (করব অথবা মরব)। তাঁর এই আহ্বানের ফলে সারা দেশজুড়ে স্বাধীনতার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ, সেই প্রজন্মের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাদের কারণেই আমরা আজ স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস গ্রহণ করতে পারছি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে জীবনযাপন করছি। দেশের প্রতিটি প্রান্তে লক্ষ লক্ষ সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামী অবিচল নিষ্ঠা ও ত্যাগের সাথে সংগ্রাম করেছেন এবং আমাদের মাতৃভূমি ভারতকে স্বাধীন দেখার লক্ষ্যে অনেকেই তাঁদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বৈচিত্র্যময় সমাহার

উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে তামিলনাড়ু কিংবা পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূর্বে আসাম- বিভিন্ন অঞ্চল, পটভূমি, বয়স ও লিঙ্গের মানুষ এক অভিন্ন লক্ষ্য - মাতৃভূমি ভারতের স্বাধীনতার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন।

ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই- যিনি ছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রতিরোধের এক অবিস্মরণীয় প্রতীক; মঙ্গল পাণ্ডে-র অসীম সাহস; এবং বাল গঙ্গাধর তিলক-এর সেই নির্ভীক আহ্বান- 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং আমি তা অর্জন করবই'- এই প্রতিটি কণ্ঠস্বরই স্বাধীনতার পথের অগ্রযাত্রাকে শক্তিশালী করেছিল। ভি. ও. চিদাম্বরম পিল্লাই ভারতের প্রথম নিজস্ব জাহাজ কোম্পানি গড়ে তুলে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, স্বাধীনতার লড়াই কেবল রণক্ষেত্রেই নয়, বরং বাণিজ্য জগতেও পরিচালিত হয়েছিল। ভগত সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবের বিপ্লবী উদ্দীপনা স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রজন্মকে। অন্যদিকে, রানি গাইদিনলিউ-এর অদম্য মনোবল উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিল। অসমে, তরুণী কনকলতা বড়ুয়া অটল সাহসের সাথে জাতীয় পতাকা বহন করে "ভারত ছাড়ো আন্দোলন"-এর নেতৃত্ব দেওয়ার সময় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভগবান বিরসা মুন্ডা এবং আরও অনেক আদিবাসী নেতা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ইতিহাসের পাতায় এমন আরও অনেক অদম্য মনোবল, সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের কাহিনী ছড়িয়ে আছে। সম্মিলিতভাবে তারা সাহস ও আত্মত্যাগের এক সমৃদ্ধ আখ্যান গড়ে তোলেছিল, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে- অগণিত বীরের সম্মিলিত সংকল্পের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল এবং তাঁদের সেই ঐতিহ্য আজও প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তিরুপ্পুর

এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে আমি তিরুপ্পুর কুমারনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যিনি "কোডি কাথা কুমারন" (পতাকার রক্ষক কুমারন) নামে সমধিক পরিচিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিরুপ্পুরে (আমার নিজ শহরে) মৃত্যুকে উপেক্ষা করেও জাতীয় পতাকাকে মাটিতে পড়তে না দিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করার পরই তিনি এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। অল্প বয়সেই কুমারনের হৃদয়ে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। 'স্বরাজ (স্বশাসন) আমাদের জন্মগত অধিকার'- এই আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি জনগণের- বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে 'দেশবন্ধু ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কুমারনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবিচার সম্পর্কে মানুষ যখন সচেতন হবে এবং তা প্রতিরোধের সাহস ও স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে, কেবল তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হবে। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী নীতিতে অবিচল থেকে তিনি মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের জোরালো সমর্থক ছিলেন। তিনি একে সামাজিক ও জাতীয় পুনরুজ্জীবনের পথে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করতেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি তাড়ি বা মদের দোকানের সামনে পিকেটিং কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার বৃহত্তর স্বার্থে মানুষকে মদ্যপান বর্জন ও আত্মসংযম অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

১৯৩২ সালের ১০ই জানুয়ারি, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কুমারন একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে কয়েকজন সাহসী সঙ্গীর সাথে এগিয়ে চলার সময় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল 'বন্দে মাতরম'-এর জোরালো স্লোগান, যা তিরুপ্পুরের রাজপথ মুখরিত করে তুলেছিল। ঔপনিবেশিক বাহিনী সেই দলের ওপর চড়াও হয়; ঠোঁটে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র আর বুকে শক্ত করে ধরা জাতীয় পতাকা- এই অবস্থাতেই মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে তিনি দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৭ বছর।

তিরুপ্পুর কুমারনের বয়সের কথা লিখতে গিয়ে আমার আরও অনেক এমন তরুণের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যাঁরা ভারতমাতার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন - ভগত সিং (২৩), সুখদেব (২৩), রাজগুরু (২২), ক্ষুদিরাম বসু (১৮), কনকলতা বড়ুয়া (১৮), অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরে (১৯), ভাঞ্চিনাথন (২৫) এবং আরও অনেকে, যারা তাঁদের নশ্বর জীবন ত্যাগ করে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেপথ্যের নায়কদের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির এই উদ্যোগের প্রশংসা করি। আমি পরিচিত ও অপরিচিত সকল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে, আসুন আমরা মাতৃভূমির প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের কথা পুনরায় তুলে ধরি। এই "অমৃত কাল"-এ "বিকশিত ভারত ২০৪৭" গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করি এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি। অটল সাহসিকতার সাথে লড়াই করে যাঁরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি এটিই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জয় হিন্দ! ভারত মাতা কি জয়!

ট্রাইব্যুনাল সংস্কার: প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

ভারতের 'বিকশিত ভারত'-এর পথে অগ্রযাত্রা এক ধারাবাহিক সংস্কারের কাহিনিযা 'আমরা, ভারতের জনগণ'-এর সম্ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এটি শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পরিকাঠামো ও প্রযুক্তির গল্প নয়। একইসঙ্গে এটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও এক ধারাবাহিক যাত্রা। ভারতীয় অর্থনীতি যখন সম্প্রসারিত হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী হচ্ছে, তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে নিজেদের বিকশিত করতে হবে। সম্প্রতি পাস হওয়া ট্রাইব্যুনাল রিফর্মস বিল, ২০২৬, এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রয়োজনীয় সংসদীয় অনুমোদন পাওয়ার পর ট্রাইব্যুনাল রিফর্মস বিল এখন আইনে পরিণত হয়েছে। এই বিল ট্রাইব্যুনালগুলির মূল এখতিয়ারে কোনও পরিবর্তন না এনে তাদের প্রশাসনিক ও পরিচালন কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েছে। এর মূল লক্ষ্য প্রাতিষ্ঠানিকনিয়োগ প্রক্রিয়া, পরিচালন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, চাকরির শর্ত, স্বাধীনতা এবং দক্ষতার উন্নতি। সেই অর্থে, এই বিল ভারতের আইনি ও নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, পূর্বানুমানযোগ্য ও কার্যকর করে তোলার বৃহত্তর সংস্কারযাত্রার পরবর্তী ধাপ। গত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কারের সাক্ষী হয়েছে। জিএসটি পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে; ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপ্সি কোড দেউলিয়াত্ব নিষ্পত্তির কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে; গিফট সিটি- র আর্থিক পরিকাঠামো এবং জন বিশ্বাস উদ্যোগ অপরাধমুক্তকরণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কমপ্লায়েন্সের বোঝা কমিয়েছে; ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রযুক্তির সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যুক্ত করেছে; হাজার হাজার কমপ্লায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা কমানো হয়েছে; পুরনো বহু আইন বাতিল করা হয়েছে; এবং নতুন ফৌজদারি আইন দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলেছে। এই বৃহত্তর সংস্কার, কর্মদক্ষতা ও রূপান্তর দর্শনের সঙ্গে ট্রাইব্যুনাল রিফর্মস বিলও স্বাভাবিকভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আধুনিক অর্থনীতির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ট্রাইব্যুনাল সংস্কারের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কর ব্যবস্থা, কোম্পানি আইন, সিকিউরিটিজ, পরিবেশ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক বিষয়ের মতো বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলি ট্রাইব্যুনালের আওতায় পড়ে। ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশ্য সাংবিধানিক আদালতের বিকল্প হয়ে ওঠা নয়; বরং বিশেষ বিচারব্যবস্থার নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিচারব্যবস্থাকে পরিপূরক করা এবং দ্রুত ও কার্যকরভাবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়তা করা। একটি বিকাশশীল অর্থনীতিতে কোনও বিরোধই সাধারণত শুধু হিসাব-নিকাশ, গণনা বা আইনি অসঙ্গতির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি বিরোধের পিছনে থাকতে পারে কোনও উদ্যোক্তার আস্থা, কোনও শিল্পের বিনিয়োগ, কোনও ব্যবসার ভবিষ্যৎ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা। যখন বিরোধ সময়মতো এবং ন্যায্যভাবে নিষ্পত্তি হয়, তখন মূলধন আবার উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ফিরে আসতে পারে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও শক্তিশালী হয়। তাই ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতা এবং ব্যবসা পরিচালনার সহজতা গভীরভাবে পরস্পর সংযুক্তএগুলি একই মুদ্রার দুই পিঠ।

১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজিত ৩২৩এ এবং ৩২৩বি অনুচ্ছেদ যথাক্রমে চাকরিসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য প্রশাসনিকট্রাইব্যুনাল এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য অন্যান্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে। এর মাধ্যমে বিশেষায়িত বিচারিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতরের অধীনে ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার বিস্তার ঘটে। এর ফলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় বিভাজন, বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং একাধিক পৃথক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল

ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার যুক্তিসঙ্গত পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মোদী সরকার ২০১৫ সালে ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ফিনান্স অ্যাক্ট, ২০১৭-এর মাধ্যমে একই ধরনের ট্রাইব্যুনালগুলিকে একীভূত করা হয় এবং ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ২৬ থেকে কমিয়ে ১৯ করা হয়। এরপর ২০১৭ এবং ২০২০ সালে ট্রাইব্যুনাল রুলস প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনালস রিফর্মস অর্ডিন্যান্স, ২০২১ এবং ট্রাইব্যুনালস রিফর্মস অ্যাক্ট, ২০২১-এর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ১৯ থেকে কমিয়ে ১৬ করা হয়। তবে এর কয়েকটি বিধানকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির পরিপন্থী হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে। রোজের মাথেউ, মাদ্রাস বার এসোসিয়েশন সহ একাধিক মামলার রায় এবং ১৯ নভেম্বর ২০২৫-এর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের নিয়োগ, কার্যকাল এবং চাকরির শর্তাবলিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এগুলিকে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে। একইসঙ্গে একটি স্বচ্ছ ও স্বাধীন ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালস কমিশন বা জাতীয় ট্রাইব্যুনাল কমিশনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে এবং সংবিধান ও বিচারব্যবস্থার নির্ধারিত নীতিগুলির আলোকে ট্রাইব্যুনাল রিফর্মস বিল, ২০২৬ আনা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল একটি আধুনিক, স্বাধীন এবং অভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিলটির মূল বিষয়বস্তুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রস্তাবিত ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনালস কমিশন। এই কমিশনের অধীনে ১৬টি ট্রাইব্যুনালকে আনা হবে। এর ফলে ট্রাইব্যুনালগুলির পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য একটি অভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হবে। প্রস্তাব অনুযায়ী, কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অথবা কোনও হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। তাঁকে সহায়তা করবেন দু'জন বিচারবিভাগীয় সদস্য এবং দু'জন কারিগরি সদস্য। এই কাঠামোর মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থার পরিচালনায় বিচারিক দক্ষতা ও কারিগরি বিশেষজ্ঞতার সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

এনটিসি-কে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে থাকবে সার্চ কাম সিলেকশন, নিয়োগ, অনুসন্ধান এবং বাতিল-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া। এই কাজগুলির জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলে বিলটির লক্ষ্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, সুশৃঙ্খল, মেধাভিত্তিক ও স্বাধীন করা। একটি পৃথক এনটিসি সেক্রেটারিয়েট বা কমিশন সচিবালয় গঠনেরও প্রস্তাব রয়েছে, যা বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের মধ্যে অভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে আরও শক্তিশালী করবে। একটি এমন ব্যবস্থায় অভিন্নতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে ট্রাইব্যুনালগুলি বিশেষায়িত দায়িত্ব পালন করলেও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তাগুলি অনেকটাই অভিন্ন। নিয়োগ, চাকরির শর্ত এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য স্পষ্ট মানদণ্ডের পাশাপাশি একটি সমন্বিত ন্যাশনাল ট্রাইবুনাল ডাটা গ্রিড প্রশাসনিক বিভাজন কমাতে এবং সমগ্র ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থায় আরও বেশি সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে।

আইনে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের জন্য পাঁচ বছরের কার্যকাল নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে, যা নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমার অধীন থাকবে। তবে পৃথকভাবে কোনও ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য চাকরির শর্তাবলি বিধির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করার প্রস্তাব রয়েছে। এই ধরনের স্পষ্টতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্বানুমানযোগ্য চাকরির শর্ত প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই বিল পৃথক ট্রাইবুনালগুলির মূল এখতিয়ারে কোনও পরিবর্তন আনছে না। সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার তাদের নিজ নিজ মূল আইনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে। সংস্কারটি বোঝার ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: এই বিলের উদ্দেশ্য ট্রাইব্যুনালগুলির এখতিয়ার পুনর্বণ্টন করা নয়; বরং যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সেই এখতিয়ার প্রয়োগ করা হয়, তাকে আরও শক্তিশালী করা। তাই ট্রাইব্যুনাল রিফর্মস বিল-কে সাংবিধানিক নীতির সঙ্গে বিচার প্রশাসনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার একটি উদ্যোগ হিসেবে দেখা যেতে পারে। একটি স্বাধীন, স্বচ্ছ, পেশাদারভাবে পরিচালিত এবং সময়মতো ন্যায়বিচার দিতে সক্ষম ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা আইনের শাসনকে শক্তিশালী করে এবং সাধারণ মানুষের আস্থাকে আরও দৃঢ় করে।

ভারতের বিকাশশীল অর্থনীতির জন্য এটি নিছক কোনও প্রশাসনিক সংস্কার নয়। এটি উন্নয়নের বৃহত্তর পরিকাঠামোরই একটি অংশ। একটি উন্নত অর্থনীতির জন্য শুধু সড়ক, রেলপথ, বন্দর, জলপথ এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোই যথেষ্ট নয়; একইসঙ্গে প্রয়োজন শক্তিশালী আইনি, বিচারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো। কার্যকর ট্রাইব্যুনাল এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই আইনের মাধ্যমে একটি সুপরিকল্পিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হলে সময়মতো নিয়োগ, দক্ষ প্রশাসন, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং বিরোধের দ্রুত ও কার্যকর নিষ্পত্তি সম্ভব হবে। এর ফলে এমন একটি ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যা নাগরিক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতির চাহিদার প্রতি আরও সুসংহত, বিশ্বাসযোগ্য ও সংবেদনশীল হবে। এটি আধুনিক অর্থনীতি এবং 'বিকশিত ভারত'-এর আকাঙ্ক্ষার উপযোগী একটি আধুনিক আইনি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রশাসনিক দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা শক্তিশালী করার মাধ্যমে এই সংস্কারের লক্ষ্য হল ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করা, ব্যবসা পরিচালনার সহজতা আরও জোরদার করা এবং ভারতের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা। ভারত যখন 'বিকশিত ভারত @২০৪৭'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং রিফোর্ম এক্সপ্রেস-এর গতি আরও বাড়াচ্ছে, তখন জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সংস্কারের চেতনা ছড়িয়ে পড়া জরুরি। শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান আস্থা তৈরি করে; আস্থা বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে; বিনিয়োগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে; আর কার্যকর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে যে এই ইতিবাচক চক্রটি আইনের শাসনের ভিত্তির ওপর অটুট থাকে। ট্রাইব্যুনাল রিফর্মস বিল, ২০২৬ এই চক্রকে আরও শক্তিশালী করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

লেখক কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যুব সমাজ দেশের ভবিষ্যৎ ও শক্তি: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় আগরতলার হলি ক্রস স্কুলে এন.ই.এস.এন.আই.এম. (নর্থ ইস্টার্ন স্টুডেন্টস ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন মুভমেন্ট-এর উদ্বোধন করেন। হলি ক্রস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান আগামী ১৭ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, ত্রিপুরা তথা দেশের শক্তি ও অগ্রগতি নির্ভর করে যুবসমাজের চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও সক্ষমতার ওপর। তিনি বলেন, হলি ক্রস স্কুলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানই প্রমাণ করে যে দেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হাতে রয়েছে।রাজ্যপাল জোর দিয়ে বলেন, যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ ও শক্তি। তিনি জানান, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুবকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। রাজ্যপাল বলেন, এন.ই.এস.এন.আই.এম. একটি শান্তি উদ্যোগ হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এটি ''এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর চেতনাকে তুলে ধরার একটি প্রাণবন্ত মঞ্চে পরিণত হয়েছে। ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই আন্দোলন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, ভাষা ও সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের একত্রিত করে আসছে, যাতে তারা একসঙ্গে শেখা, বেড়ে ওঠা এবং সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।
স্বাগত ভাষণ দেন হলি ক্রস এডুকেশনাল ফাউন্ডেশনের সম্পাদক ফাদার জর্জ জ্যাকব, সিএসসি এবং সভাপতি ফাদার আব্রাহাম কোচুপুরাক্কাল, সিএসসি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হলি ক্রস স্কুল, আগরতলার অধ্যক্ষ ফাদার জিলসন টম, সিয়েসি অনুষ্ঠানে হলি ক্রস স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়।

খুমুলুঙে দেশভাগের বেদনা স্মরণ ও 'হর ঘর তিরঙ্গা' র‍্যালি

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষপূর্তির আবহে দেশজুড়ে যখন তিরঙ্গার আবেগ, তখন স্বাধীনতার ইতিহাসের বেদনাময় অধ্যায় দেশভাগের স্মৃতিও স্মরণ করল খুমুলুঙের টিটিএএডিসি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত হলো 'দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস প্রদর্শনী'। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি ও বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র‍্যালি।
প্রদর্শনীর মাধ্যমে পড়ুয়াদের সামনে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের ভয়াবহ ইতিহাস তুলে ধরা হয়। দেশভাগের সময় ঘরছাড়া মানুষের দুর্দশা, বাস্তুচ্যুতি, স্বজন হারানোর বেদনা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষের আত্মত্যাগের নানা স্মৃতি প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ, হস্ততাঁত, হস্তশিল্প ও রেশমশিল্প এবং পরিসংখ্যান দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমা জনজাতি কল্যাণ দফতরের মহকুমা আধিকারিক অরজিত দেববর্মা, প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল-ইন-চার্জ সুরজ দেববর্মা, সমাজসেবী বিল্লু জমাতিয়া-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া ও বিশিষ্টজনেরা। ফিতা কেটে প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। পরে প্রদর্শনীর বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, শিক্ষার লক্ষ্য শুধু নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা নয়, সমাজ ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি করাও। জাতি, সম্প্রদায় ও বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা তখনই সার্থক, যখন সেই শিক্ষা সমাজ ও মানুষের কাজে লাগে।
দেশভাগের প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ইতিহাসকে দেশভাগের বেদনা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। ১৯৪৭ সালে অসংখ্য মানুষকে নিজেদের ভিটেমাটি, পরিচিত পরিবেশ ও প্রিয়জন ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিতে হয়েছিল। তাঁদের ত্যাগ ও যন্ত্রণা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের জানা প্রয়োজন। ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়লে স্বাধীনতার মূল্যও আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি।
এ দিনের কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করতে আয়োজন করা হয় মেধা সম্মাননা পর্বেরও। প্রথম থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত প্রতিটি বর্ষের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী। পড়ুয়াদের অভিনন্দন জানিয়ে আগামী দিনে আরও নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানায়, স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য শুধু দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তোলা নয়, ইতিহাসের কঠিন অধ্যায়গুলির সঙ্গেও তরুণ প্রজন্মকে পরিচিত করানো। দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ আরও শক্তিশালী হবে বলেই তাঁদের আশা।
প্রদর্শনী ও সম্মাননা পর্বের শেষে মন্ত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়ারা তিরঙ্গা হাতে র‍্যালিতে অংশ নেন। খুমুলুঙে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য 'হর ঘর তিরঙ্গা' র‍্যালি। জাতীয় পতাকা হাতে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। পরে র‍্যালিটি ফের ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।
স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে খুমুলুঙের এই কর্মসূচিতে একই সঙ্গে উঠে আসে ইতিহাসের দুই ছবি। একদিকে হাতে তিরঙ্গা, অন্যদিকে দেশভাগের ক্ষতবিক্ষত স্মৃতি। স্বাধীনতার আনন্দের নেপথ্যে অসংখ্য মানুষের ত্যাগ, অশ্রু ও আত্মবলিদানের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরল টিটিএএডিসি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এই আয়োজন।

খুমুলুঙে আবাসিক স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে খুমুলুঙস্থিত কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ত্রিপুরাতে আবাসিক স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রিটার্নিজ রিহ্যাবিলিটেশন ইনিশিয়েটিভের আওতাধীন আত্মসমর্পণকারী রিটার্নিজদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। দুটি বিভাগে ৫৫ জন আত্মসমর্পণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরমধ্যে ২৫ জন প্রার্থীকে ৬০ দিন মেয়াদি সেলফ এমপ্লয়েড টেইলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যা ত্রিপুরা স্মল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন লিমিটেড পরিচালনা করবে। অবশিষ্ট ৩০ জন প্রার্থীকে ৭৫ দিনের রাজমিস্ত্রির (ব্রিক মেশন) প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যা কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ত্রিপুরা পরিচালনা করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে, এমডিসি উৎপল দেববর্মা, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ত্রিপুরার অধ্যক্ষ সুমিত মজুমদার এবং বিশ্বমোহন দেববর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিক ও প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সুবিধাভোগীদের বাস্তবসম্মত দক্ষতায় পারদর্শী করে তুলতে এবং তাদের কর্মসংস্থান ও টেকসই জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি যাতে সুচারুভাবে পরিচালিত হয় তারজন্য খুমুলুঙের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ত্রিপুরাতে থাকা খাওয়া সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অনুমোদিত নিয়মাবলি অনুসারেই থাকা খাওয়ার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা দিবস ও শতদল সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য তেরঙ্গা শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: আগামী ১৫ আগস্ট ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের পাশাপাশি শতদল সংঘের ৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবসও যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে শতদল সংঘ। ১৫ আগস্ট শনিবার সকাল ৮টায় শতদল সংঘ প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন সংঘের সভাপতি পীযূষ কান্তি ভৌমিক। এরপর ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করবেন সংঘের সম্পাদক অধীর দেবনাথ। সকাল সাড়ে ৮টায় শতদল সংঘ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য তেরঙ্গা শোভাযাত্রা বের হবে। শোভাযাত্রাটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের চেয়ারম্যান নবেন্দু ভট্টাচার্য, টি-বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, আগরতলা পুর নিগমের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর তথা পুর নিগমের পূর্ব জোনাল চেয়ারম্যান সুখময় সাহা, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সীমা দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য ও অরিন্দম চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন সংঘের প্রাক্তন সভাপতি নিহার রঞ্জন দেবনাথ ও গোপাল দত্ত, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ডাঃ সুবল দেবনাথ ও ডাঃ পীযূষ রঞ্জন দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই মহতী অনুষ্ঠানে ধলেশ্বর এলাকার প্রতিটি নাগরিককে অংশগ্রহণ করার জন্য বিনম্র আহ্বান জানিয়েছেন শতদল সংঘের সম্পাদক অধীর দেবনাথ। তাঁর আহ্বান, স্বাধীনতার গৌরব ও দেশাত্মবোধের চেতনাকে সামনে রেখে সকলে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগরতলায় ক্রস-কান্ট্রি প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবস-২০২৬ উদযাপনকে সামনে রেখে আগরতলায় আয়োজিত হলো বিশেষ ক্রস-কান্ট্রি প্রতিযোগিতা। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল ও ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার সকালে আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি মাঠ থেকে ক্রস-কান্ট্রি প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ-অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বোর্ডের যুগ্ম সচিব অপু রায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা কমলেন্দু শীল-সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।
স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদুই বিভাগেই প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ বিভাগে মোট ৬০ জন এবং মহিলা বিভাগে ৪০ জন প্রতিযোগিনী অংশ নেন।
প্রতিযোগিতাকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ক্রীড়ার মাধ্যমে যুবসমাজকে আরও উৎসাহিত করা এবং স্বাধীনতার চেতনাকে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/EE(PWD)/BLN/2026-27 **DATED, 14-08-2026**

The **Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura District, Tripura** on behalf of the 'Governor of Tripura', invites **online percentage rate e-tender in single bid tendering system** from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of **Appropriate Class** & category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/Railway **upto 3.00 P.M. on 21-08-2026** for the following work through e-procurement portal:

SL NO	DNIT NO	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1.	Construction of Double Storied District Ware House at Belonia, South Tripura. / SH: Construction of approach road by Soling, Metalling, Paver block. C.D. structure, Protection wall & other allied works. DNIeT No.71/NIT/SE-III/R/PWD(R&B)/ 2026-27	₹ 47,88,192.82	₹ 95,764.00	180 (One hundred eighty) days	Appropriate Class

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on **21-08-2026**
- Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on **21-08-2026**
- Cost of Tender document: **₹.1,000/- only.**
- Document downloading and bidding at application: **https://tripuratenders.gov.in**
- For any enquiry, please contact by e-mail to: **eepwdbin2006@gmail.com**.

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

ICA/C/1621/26

PNIT NO: e-PT-21/W/EE/RDAD/2026-27 Dt. 13/08/2026

The Executive Engineer, R D. Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/ 08/2026 for **2 (Two) no works**. For details, visit website **https:// tripuratenders. gov.in** and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/1610/26

Sd/- Illegible
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

NOTICE INVITING e- TENDER NO:-33/EE/AGRI/W/2026-27

The **Executive Engineer, Agri. West Division** on behalf of the 'Governor of Tripura', invites **online percentage rate e-tenders in Single bid system** from the eligible Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of **Appropriate Class** registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of Work & e-D.N.I.T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-Bidding	Date of opening	Class of Tender
1	Re-Construction of R.C.C Gate at the Entrance of Krishi Bhawan Directorate of Agriculture & Farmers' Welfare 2025-26. **(46/AGRI/EE(WEST-I)/2026-27)**	**Rs. 14,68,955/-**	**Rs. 29,379/-**	**Up to 20/08/2026 at 2.00 PM**	**At 3.00 PM 20/08/2026**	**Appropriate Class**

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
(Er.Partha Pratim Pal)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W
Agartala, Tripura (West)

ICA-C-1602-26

শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর
আই টি আই, তেলিয়ামুড়া
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৪/০৮/২০১৬ ইং

শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই, তেলিয়ামুড়া- এ ২০২৬-২৭/২৮ শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত ট্রেডে কিছু শূন্য আসনে On Merit Basis (মেধার ভিত্তিতে) Walk in Admission এর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক সংখ্যা	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণের সময় কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	মোট আসন সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যার মধ্যে Ex-Serviceman এবং PWD-এর জন্য সংরক্ষিত আসন
1.	Computer Aided Embroidery & Designing (CAED)	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR-13 ST-07 SC-06	Ex-Serviceman - 01 (SC) PWD - 02
2.	Desktop Publishing Operator (DTPO)	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR-11 ST-05 SC-04	Ex-Serviceman - 01 (UR) PWD- 02
3.	Fashion Design & Technology	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent.	UR-09 ST-06 SC-06	Ex-Serviceman - 0 PWD- 02
4.	Mechanic Diesel	1 Year	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-04 ST-05 SC-01	Ex-Serviceman - 01 (UR) PWD- 02
5.	Fitter	2 Years	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-01 ST-05 SC-01	Ex-Serviceman - 01 (UR) PWD - 02
6.	Electronics Mechanic	2 Years	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-04 ST-04 SC-00	Ex-Serviceman - 01 (ST) PWD - 02
7.	Information & Communication Technology System Maintenance (ICTSM)	2 Years	Madhyamik Pass or Equivalent (With Mathematics & Science)	UR-05 ST-09 SC-03	Ex-Serviceman - 01 (ST) PWD - 02

ভর্তির নিয়ামাবলি: -

* আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময় **১৭/০৮/২০২৬ থেকে ১৮/০৮/২০২৬ (সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত)**। আবেদন পত্রের নমুনা আই টি আই, তেলিয়ামুড়ার নোটিশ বোর্ডে / Training Section / website (www.titeliamura.edu.in) - এ পাওয়া যাবে।
* Merit List (মেধা তালিকা) প্রকাশ করা হবে ২০/০৮/২০২৬ তারিখ সকাল ১১:০০ টায়
* ভর্তির সময়: ২০/০৮/২০২৬ দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত (ভর্তির সময় কোনো প্রার্থী অনুপস্থিত থাকলে * তার নাম ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না এবং এটার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে না)।
* ইচ্ছুক প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ব-শরীরে তাদের তথ্য ও নথিপত্র (Madhyamik Admit Card, Madhyamik Mark sheet, Caste Certificate, PRTC, Aadhaar Card, Bank Pass Book, Family Ration Card, Medical Fitness Certificate etc.)) সমূহের Original এবং Photocopy অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।
* ভর্তির সময় নগদ ১০০০ টাকা Caution Money (শর্তসাপেক্ষে ফেরতযোগ্য) এবং 2 Copy passport size photo নিয়ে আসতে হবে।
* ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য আই টি আই, তেলিয়ামুড়া এবং Training Section এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। Contact No. 03825éŸé262917.
বি:দ্র : Merit Basis (মেধা ভিত্তিক) ভর্তি শেষ হওয়ার পর সিট খালি থাকলে First Come First Serve basis এ ২১/০৮/২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ টা অবধি ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে ।

ICA-D-805-26

Principal
Govt. Industrial Training Institute Teliamura

Educational Notification

The Tripura NEET-UG 2026 Information Bulletin for admission to MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS & BASLP courses under State Quota/Domicile and for All India (other than Tripura Domicile) quota at various institutes has been published in the official website of TRMCC (https:// trmcc.admissions.nic.in) and the official website of Directorate of Medical Education (https://dme.tripura.gov.in).
All eligible NEET UG 2026 qualified candidates are advised to carefully read the Information Bulletin along with all annexures for eligibility criteria, reservation rules, seat matrix, counselling steps. documents required, and registration details.
All other information relating to the NEET-UG Counselling process to be communicated through the official of Tripura Medical Counselling Committee (TRMCC) (https:// trmcc.admissions.nic.in).
All concerned are requested to regularly visit the Tripura Medical Counselling Committee (TRMCC) website: https:// trmcc.admissions.nic.in for updates, notices, counselling schedule, and further instructions.

ICA/D-794/26

I/C Director Medical Education
Govt. of Tripura, Chairman,
State Counselling Committee for NEET, UG-2026

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 20/NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender/ Item rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/ Other State PWD, for the following work:-

SL No.	DNIeT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid
1	DNIeT No:63/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	16,60,583.00	33,212.00	90 Days	1000.00
2	DNIeT No:64/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	9,68,133.00	19,363.00	180 Days	1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 17/08/ 2026 up to 3:00 PM Time and date of opening of bid: 17/08/2026 at 4:00 PM
Document downloading and biding at application: https:// tripuratenders.gov.in
Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura

ICA/C-1615/26

শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শান্তিরবাজারে (ITI SANTIRBAZAR) শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি (OFFLINE)

আই টি আই শান্তিরবাজারে ২০২৬-২০২৭/২০২৮ শিক্ষাবর্ষে নিম্নে উল্লেখিত ট্রেড সমূহে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি -তে অফলাইনে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থী নির্বাচন হবে মেধাভিত্তিক। শূন্য আসনের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

Sl No	Trade Name	Qualification	Vacant Seats (in Nos)				Total Vacancy (Including PWD reservation)	PWD
			UR	SC	ST	Ex-Serviceman		
1	Architectural Draughtsman	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়সহ	9	02	11	1(UR)	23	2
2	COPA	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	4	1	06	1(SC)	12	1
3	Dress Making	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	13	07	12	Nil	32	2
4	Plumber	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	17	06	13	1(UR)	37	2
5	Surveyor	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়সহ	04	02	04	1(ST)	11	2

১. ভর্তির নিয়মাবলী পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে।
২. আবেদন পত্রের নমুনা আই টি আই শান্তিরবাজার -এর নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
৩. আবেদন পত্র শান্তিরবাজার আই টি আই -এ ১৭-০৮-২০২৬ ইং তারিখ হইতে ১৮-০৮-২০২৬ ইং তারিখ (সকাল ১০:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত) এর মধ্যে জমা নেওয়া হবে।
৪. মেধা তালিকা ১৮-০৮-২০২৬ ইং তারিখ -এ বিকাল ৫:৩০ মিনিটে প্রকাশিত হবে।
৫. PWD প্রার্থীদের Counselling cum Walk-in Admission : ২০-০৮-২০২৬ ইং তারিখ, সকাল ১০.০০ ঘটিকা হইতে ১১:০০ পর্যন্ত।
৬. মাধ্যামিক উত্তীর্ণ বিভাগের প্রার্থীদের Counselling cum Walk-in Admission : ২০-০৮- ২০২৬ ইং তারিখ, সকাল ১১:০০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১:৩০ পর্যন্ত।
৭. অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ বিভাগের প্রার্থীদের Counselling cum Walk in Admission : ২০-০৮- ২০২৬ ইং তারিখ, দুপুর ২:০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
৮. ভর্তির জন্য মেধা তালিকা অনুসারে নাম ডাকার পর, কোন প্রার্থী যদি বোর্ডের সামনে এসে হাজির না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রমানুসারে পরবর্তী প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. প্রার্থীদের উপরোক্ত তারিখ-এ Caution Money- ১০০০ টাকা নগদ, ২ কপি স্ট্যাম্প সাইজ রঙ্গীন ছবি, রেশন কার্ডের প্রতিলিপি এবং সমস্ত সার্টিফিকেট -এর original & self-attested ফটোকপি এবং No Active Admission Undertaking সহকারে প্রতিষ্ঠানে এসে নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি হতে হবে।

ICA-D-804-26

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট
অধ্যক্ষ,
আই টি আই, শান্তিরবাজার

বি:দ্র: মেধা তালিকা এবং পরবর্তী সংশোধনীর জন্য দয়া করে শিল্প প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.itisantirbazar.in) অনুসরন করুন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ধর্মনগরে বিজেপির তিরঙ্গা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত হলো বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র‍্যালি ও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি। ধর্মনগর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে র‍্যালিতে অংশ নেন বিজেপির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতাকর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশাত্মবোধ, জাতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই তিরঙ্গা র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে দল। 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভাবনাকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে সবার আগে রেখে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দ উৎসবে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মণ্ডলের সভাপতি শ্যামল নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সভাপতি কাজল দাস, যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, মাইনরিটি মোর্চা, এসসি, এসটি ও ওবিসি মোর্চার নেতৃবৃন্দ-সহ দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ধর্মনগরে এই তিরঙ্গা র‍্যালি ও 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি ঘিরে শহরজুড়ে দেশাত্মবোধের আবহ তৈরি হয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শান্তিরবাজারে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা বাইক র‍্যালি

শান্তির বাজার, ১৪ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে শান্তির বাজারে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা বাইক র‍্যালি। শান্তির বাজার মহকুমা প্রশাসন, বোকাফা ব্লক এবং শান্তির বাজার পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই র‍্যালিকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।
আগামী ১৫ আগস্ট বেতাগায় অবস্থিত শান্তির বাজার গভমেন্ট ডিগ্রি কলেজের মাঠে যথাযোগ্য মর্যাদায় ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে। তারই প্রাক্কালে শুক্রবার এই তিরঙ্গা বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।
বোকাফা ব্লক প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালিটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং এবং মহকুমাশাসক তরুণকান্তি সরকার। জাতীয় পতাকা হাতে ও বাইকে তিরঙ্গা পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা শান্তির বাজার শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। পরে র‍্যালিটি শান্তির বাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।
র‍্যালি প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে বিস্তারিত জানান বোকাফা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, মহকুমাশাসক তরুণকান্তি সরকার, বোকাফা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মনোজ পাল, শান্তির বাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা।
মহকুমাশাসক ও বোকাফা ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত এই তিরঙ্গা র‍্যালিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। জাতীয় পতাকা হাতে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

স্বাধীনতা দিবসের আলোছায়ায় হারিয়ে যাওয়া কিছু ইতিহাস.....

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

দেশজুড়ে আলোকসজ্জা; তেরঙ্গা পতাকা উন্মেষ আর লালকেল্লা থেকে গম্ভীর ভাষণ আজকের স্বাধীনতা দিবস মানেইএক সুবিন্যস্ত ;মহিমান্বিত উদযাপনের আখ্যান। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারত যখন পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে এক নতুন ভোরের মুখ দেখেছিল; তখন থেকেই প্রতি বছর এই বিশেষ দিনটি আমাদের জাতীয় ঐক্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সর্বজনীন আনন্দের আড়ালে; ইতিহাসের ঘন অন্ধকারের গভীরে জমা পড়ে রয়েছে কিছু এমন অধ্যায়; যা আমাদের মূলধারার স্বাধীনতা সংগ্রামের চর্চায় প্রায় অনালোচিত থেকেই যায়। স্বাধীনতার দীর্ঘ পথের এই অনালোচিত ও অজানা দিকগুলো কেবল বিস্মৃত অতীতের স্মারক নয়; বরং তা বর্তমান ভারতের আত্মানুসন্ধানেরও এক জরুরী দলিল।

আমাদের প্রচলিত ইতিহাস চর্চা প্রায়শই স্বাধীনতাকে কয়েকজন মহাসাধকের দূরদর্শিতা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট আন্দোলন যেমন অহিংস; অসহযোগ; ভারত ছাড়ো বা সশস্ত্র বিপ্লব - এর একক ফসল বলে মনে করে। অথচ ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে বহু সাধারণ মানুষের নিঃশব্দ রক্তক্ষরণে পুষ্ট হয়েছে। বিশেষত উপজাতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবদান মূলধারার জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে যে স্থান পাওয়া উচিত ছিল; তা বহুকাংশেই উপেক্ষিত। ১৮৫৫ সালের 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' বা বিরসা মুন্ডার 'উলগুলান' কেবল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম দিকের আঘাত ছিল না; তা ছিল ভারতের জমি; জল ও জঙ্গল রক্ষার এক মৌলিক সংগ্রাম। কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় এই প্রান্তিক বীরদের ত্যাগের কথা কেবল দু-একটি অনুচ্ছেদে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তর -পূর্ব ভারতের আদিবাসী সংগ্রামীদের ভূমিকা —যেমন মনিপুরের রানী গাই দিঙলিউ; মেঘালয়ের ইউ তিরোত সিং কিংবা অসমের কনকলতা বড়ুয়ার আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে কেন আজও গৌণ; সে প্রশ্ন আধুনিক ইতিহাসবিদদের তাড়া করে ফেরে। একইভাবে ইতিহাসের আড়ালে থেকে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপনীয় অর্থসংস্থান ও বার্তা যোগাযোগের অবিশ্বাস্য নেটওয়ার্ক। যেকোনো বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলন বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেপথ্যে প্রয়োজন হয় বিপুল আর্থিক ও তথ্যগত কাঠামো। ১৯২০- এর দশকে লোকমান্য তিলক স্বরাজ ফান্ড তৈরি করে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়া— এর পেছনে ছিল এক বিশাল অর্থনৈতিক আত্মত্যাগ। রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরের অতি সাধারণ পথ চলতি ব্যবসায়ী; রিকশাচালক এবং গৃহবধূরা তাঁদের জমানো সঞ্চয় ও গহনা তুলে দিয়েছিলেন নেতাজির হাতে। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের খরচ চালাতে শিল্পপতিদের পাশাপাশি অবদান রেখেছিলেন নাম না- জানা হাজার হাজার কৃষক ও শ্রমিক। অন্যদিকে; ১৯৪২- এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় ঊষা মেহতা ও তাঁর সঙ্গীদের পরিচালিত 'কংগ্রেস রেডিও'-র মতো গোপন আন্ডারগ্রাউন্ড রেডিও স্টেশনের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। ব্রিটিশ সেন্সরশিপকে

বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্বাধীন বেতার কেন্দ্রটি আন্দোলনের গতি ধরে রাখতে অনুঘটকের কাজ করছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী নারীদের ভূমিকা বলতেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বা সরোজিনী নাইডুর নাম উঠে আসে; কিন্তু বিশাল সংখ্যক বীরাঙ্গনার অবদান মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্নই রয়ে গেছে। মাতঙ্গিনী হাজরার মতো প্রবীণ লড়াকু কিংবা কনকলতা বড়ুয়ার প্রাণদান আমাদের জানা থাকলেও; বেগম হযরত মহল; যিনি ১৮৫৭-র মহা বিপ্লবের লক্ষ্ণৌ থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সেনাপতির ভূমিকায় লড়েছিলেন; তাঁর সঠিক মূল্যায়ন কোথায়? কিংবা 'ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহ গল'-এর নেতৃত্বে আজাদ হীন ফৌজের 'ঝাঁসি রানী রেজিমেন্টে'-র এশীয় প্রেক্ষাপটে প্রথম সম্পূর্ণ নারী যুদ্ধক্ষেত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও সেভাবে মূল স্রোতে আলোচিত হয় না।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পেছনে কেবল অভ্যন্তরীণ আন্দোলনই কাজ করেনি; কাজ করেছিল তৎকালীন বিশ্বরাজনীতি ও সামরিক বিদ্রোহের সূক্ষ্ম সমীকরণও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- উত্তর প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশবিরোধী অবস্থান; এবং অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্রিটেনের নিজস্ব অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিশেষ করে ১৯৪৬ সালের রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি বা নৌবিদ্রোহ ব্রিটিশদের মনে এই স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল যে; ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ওপর ভরসা করে দেশ শাসন করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার পাশাপাশি সামরিক স্তরে এই অবাধ্যতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত দাঁড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাস বয়ানে নৌবিদ্রোহের সৈন্যদের অবদানকে দীর্ঘকাল যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

স্বাধীনতার আলোচনায় অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং প্রায়শই এড়িয়ে যাওয়া একটি সত্য হলো—স্বাধীনতার আনন্দ এবং দেশভাগের করুন ইতিহাসের বৈপরীত্য। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল যখন দিল্লি এবং সারাদেশে আলো ঝলমলে উদযাপনের দিন; ঠিক তখনই বাংলা ও পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য তা ছিল সর্বস্ব হারানোর এক অভিশপ্ত রাত। মহাত্মা গান্ধী নিজেই স্বাধীনতার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি ছিলেন নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় পদব্রজে হিংসা থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা জন্মলগ্নেই মিশে ছিল চরম আনন্দ ও সীমাহীন রক্তপাতের এক দ্বৈত সত্তা। আমাদের রাষ্ট্রীয় স্মৃতিতে স্বাধীনতার মহিমাকে উজ্জ্বল রাখার জন্য বিভাজনের এই গভীর ক্ষতকে বহু বছর ধরে আড়ালে রাখার এক মনস্তাত্ত্বিক চেষ্টা কাজ করেছে। আজকের উন্নত; প্রযুক্তিচালিত এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে যখন আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি; তখন এই অনালোচিত দিকগুলোর মুখোমুখি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতা কোনো একক ঘটনা ছিল না; তা ছিল বহুধারা; বহুচিন্তা; বিভিন্ন মতাদর্শ এবং অসংখ্য অজানা ত্যাগের এক সম্মিলিত মোজাইক। ইতিহাসকে যদি কেবল একমুখী জয়ের গল্প হিসেবে দেখা হয়; তবে তার প্রকৃত গভীরতা হারিয়ে যায়।

স্বাধীনতা দিবসের আলো যখন আকাশে প্রস্ফুটিত হয়; তখন সেই আলোর সন্ধানে ইতিহাসের অন্ধকার কোণগুলোতেও তো আলো ফেলা জরুরী। হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর; প্রান্তিক সংগ্রামী; গোপন সংগঠক এবং অপ্রকাশিত সত্যগুলোকে মূলধারার ভাবনায় ফিরিয়ে আনাই হতে পারে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আমাদের সবচেয়ে সত্য; বস্তুনিষ্ঠ ও মৌলিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা;
পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

করোনার ধাক্কাতেই জেগে উঠেছে শরীরের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা ভাইরাস, চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষণায়

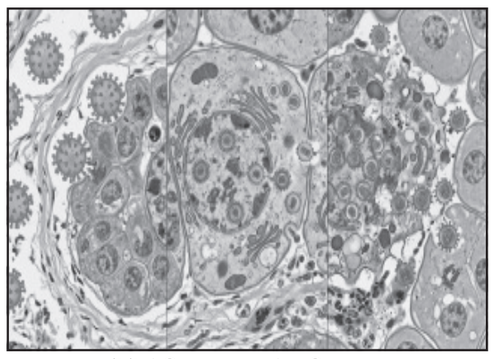

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুধু ফুসফুসেই থাবা বসায় না। শরীরের ভিতরে বছরের পর বছর ধরে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকা একাধিক ভাইরাসকেও জাগিয়ে তুলতে পারে এই সংক্রমণ। সম্প্রতি নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিজ্ঞানীদের দাবি, লং কোভিডের পিছনেও এই সুপ্ত ভাইরাসগুলির পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠার বড় ভূমিকা থাকতে পারে।

কী বলছে গবেষণা

আমেরিকার বস্টন চিলড্রেন্স হাসপাতাল এবং দেশের ১৫টি বায়োমেডিক্যাল গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে হয়েছে এই সমীক্ষা। ২০২০ সালের মে থেকে ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে আমেরিকার ২০টি হাসপাতালে ভর্তি থাকা ১,১৫৪ জন করোনা রোগীর উপরে চালানো হয়েছিল এই গবেষণা। রোগীদের প্রায় অর্ধেকের শরীরেই অন্তত একটি সুপ্ত ভাইরাস নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে দেখা গিয়েছে। এপস্টিন-বার ভাইরাস, সাইটোমেগালোভাইরাস, হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস এবং অ্যানেলোভাইরাস, মূলত এই চার ধরনের ভাইরাসের পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠার প্রমাণ মিলেছে রোগীদের শরীরে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাতেও ঝুঁকি গবেষণার সবচেয়ে চমকে দেওয়া দিক হলো, যাঁদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে স্বাভাবিক এবং যাঁরা রীতিমতো সুস্থ, তাঁদের শরীরেও এই ভাইরাসগুলি জেগে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেলেনবশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজিস্ট রেসিয়া প্রিটোরিয়াসের মতে, এতদিন ধারণা ছিল, শুধু দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের শরীরেই এমনটা হতে পারে। কিন্তু এই গবেষণা সেই পুরনো ধারণাকেই উল্টেদিয়েছেবলে জানিয়েছেন তিনি। গবেষণার সহ-লেখক তথা আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোইমিউনোলজিস্ট এস্থার মেলামেডের ব্যাখ্যা, এপস্টিন-বার ভাইরাস এবং অ্যানেলোভাইরাস হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার একদম গোড়াতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সাইটোমেগালো ভাইরাস এবং হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস দেখা যায় প্রায় তিন সপ্তাহ পরে, মূলত শ্বাসযন্ত্রে। ভবিষ্যতে যদি প্রমাণিত হয় যে, এই পুনরায় সক্রিয় হওয়া ভাইরাসগুলিই রোগীর অবস্থা আরও গুরুতর করে তোলে, তাহলে করোনা তথা লং কোভিড চিকিৎসার নতুন দিশা মিলতে পারে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি।

ভাইরাসের ভাষা

গবেষকদের নজর সবচেয়ে বেশি কেড়েছে অ্যানেলোভাইরাস। এই ভাইরাস সাধারণত জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষের শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু বড়সড় কোনও ক্ষতি করে না। তবে এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে অ্যানেলোভাইরাস সক্রিয় হয়ে উঠলে তা দীর্ঘমেয়াদি ক্লান্তি এবং শারীরিক দুর্বলতার মতো লং কোভিডের উপসর্গের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারে। যদিও গবেষকেরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই ভাইরাস পুনরায় সক্রিয় হওয়াই যে লং কোভিডের কারণ, তার প্রমাণ এখনও মেলেনি। বস্টন চিলড্রেন্স হাসপাতালের প্রিসিশন ভ্যাকসিন্স প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ওফের লেভির কথায়, অনেকেই এখন আর করোনাকে বড় সমস্যা বলে মনে করেন না। কিন্তু বাস্তব হলো, ২০২৫-২৬ সালের শীতেই আমেরিকায় করোনায় প্রাণ গিয়েছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের। আর লং কোভিডে ভুগছেন প্রায় এক কোটিরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান। তাই এই রোগীদের সুস্থ করে তোলার রাস্তা খুঁজে বার করা এখনও জরুরি বলেই মনে করেন তিনি।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষকেরা অবশ্য এটাও জানিয়েছেন, যাঁদের উপরে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন টিকাবিহীন এবং অতিমারির একেবারে গোড়ার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী। তাই বর্তমান করোনা প্রজাতি এবং ব্যাপক টিকাকরণের পরবর্তী সমসময়ে এই ফল ঠিক কতটা প্রযোজ্য, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবু বিজ্ঞানীদের আশা, শরীরের ভিতরের এই লুকনো ভাইরাল দুনিয়া নিয়ে নতুন করে ভাবার রাস্তা খুলে দিয়েছে এই গবেষণা। ভবিষ্যতে গুরুতর সংক্রমণ এবং লং কোভিড, দুই ক্ষেত্রেই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি তৈরির পথ দেখাতে পারে এই তথ্য।

বাচ্চাদের স্কুলের টিফিনের মজার কিছু রেসিপি

আপনার বাড়ির ছোট্ট মানুষটিই বড় হয়ে গিয়েছে। কাঁধে স্কুলব্যাগ ঝুলিয়ে জীবনে প্রথম স্কুলে পা রাখতে চলেছে। তিন-চার বছরের এই নতুন অভিযাত্রীর সামনে এখন অপেক্ষা করছে একদম নতুন এক জগৎ। নতুন পরিবেশ, নতুন শিক্ষক, নতুন বন্ধু আর প্রতিদিন নতুন কিছু শেখার আনন্দ। স্কুলের প্রথম কয়েকদিনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণগুলোর একটি হলো টিফিন টাইম। সহপাঠীদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়া, গল্প করা-এসবই হয়ে ওঠে শৈশবের সুন্দর স্মৃতি। তবে এই সময়েই বেশিরভাগ অভিভাবকের মনে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খায়-টিফিনে কী দেওয়া যায়? খাবারটি হতে হবে পুষ্টিকর, সুস্বাদু, দেখতে আকর্ষণীয় এবং এমন, যা ছোট্ট শিশুটি নিজের সহজে খেতে পারবে। অনেক মা-বাবারই পরিচিত একটি অভিজ্ঞতা হলো, যত যত্ন করে টিফিন তৈরি করা হোক না কেন, দিনের শেষে সেটি প্রায় আগের মতোই ভর্তি অবস্থায় বাড়িতে ফিরে আসে। তাই ব্যস্ত সকালের কথা মাথায় রেখে রইল এমন পাঁচটি সহজ ও মজার কিছু টিফিন রেসিপি, যা অল্প সময়েই তৈরি করা যায় আর ছোট্ট সোনামণিরাও আনন্দ করে খেতে পারবে।

ফ্রেঞ্চ টোস্ট উইথ চিজি সসেজ টপিং

উপকরণ- এটা বানাতে লাগবে ২ পিস পাউরুটি, ১টি ডিম, ১ চা চামচ গুঁড়ো দুধ, ১ স্লাইস চিজ বা সামান্য ঢাকাই পনির, ১টি সসেজ (সেদ্ধ ও হালকা ভেজে পাতলা করে কাটা। এক চিমটি লবণ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো এবং সামান্য তেল।

প্রণালী- ডিমের সঙ্গে গুঁড়ো দুধ, লবণ ও গোলমরিচ মিশিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন। পাউরুটির দুই পাশ ডিমে ডুবিয়ে নিন। অল্প তেলে এক পাশ ভেজে উপরে সসেজ ও চিজ ছড়িয়ে দিন। এরপর উল্টে আরও ৪০-৪৫ সেকেন্ড ভেজে নামিয়ে নিন। চাইলে ওভেনেও তৈরি করা যাবে।

চিজি কলিফ্লাওয়ার বা ব্রকলি পপার্স

উপকরণ- ছোট একটি ফুলকপি বা ব্রকলি, ৫০ গ্রাম চিজ বা পনির, ১টি ডিম, আধা কাপ তরল দুধ, আধা কাপ ময়দা বা টেম্পুরা, লবণ ও সামান্য মরিচের গুঁড়ো এবং ভাজার জন্য তেল।

প্রণালী- ফুলকপি বা ব্রকলি ছোট টুকরো করে হালকা সেদ্ধ করুন। আলাদ একটি পাত্রে ডিম, দুধ, ময়দা, চিজ ও মরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। এরপর সবজির টুকরোগুলো ব্যাটারে ডুবিয়ে সোনালি রং হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিলেই তৈরি মুচমুচে চিজি পপার্স। বোনলেস চিকেন ফ্রাই

উপকরণ- ৩০০ গ্রাম হাড়বিহীন মুরগির বুকের মাংস, ১টি ডিম, আধা কাপ ময়দা বা চালের গুঁড়ো, ব্রেড ক্রাম্ব, আধ চা চামচ আদা বাটা, আধা চা চামচ রসুন বাটা, লবণ ও গোলমরিচ, আধ চা চামচ রসুন বাটা।

কীভাবে বানাবেন কচুপাতা চিংড়ি ভাপা

চিংড়ি মাছের নাম শুনলেই ভোজনরসিক বাঙালির জিভে জল চলে আসে। চিংড়ি মালাইকারি, সর্ষে চিংড়ি, ডাব চিংড়ির পাশাপাশি এখন রেস্তরাঁর মেনুতে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কচুপাতা চিংড়ি ভাপা। কচুপাতার স্বাদ ও চিংড়ির অনবদ্য যুগলবন্দিতে তৈরি এই পদ গরম গরম ভাতের সঙ্গে খেতে লাজবাব লাগে। অল্প কিছু উপকরণেই বাড়িতে সহজে বানিয়ে নিতে পারেন এই সুস্বাদু রেসিপি। নিচে রইল কচুপাতা এবং চিংড়ির অসাধরণ মেলবন্ধনে তৈরি রেসিপির প্রণালী।

উপকরণ-
কচুপাতা-১০টি
কুচো চিংড়ি-৫০০ গ্রাম
সর্ষের তেল-২০০ গ্রাম
সর্ষে বাটা-৩ টেবিল চামচ
পোস্ত বাটা- ৪ টেবিল চামচ
কাজুবাদাম বাটা- ২ টেবিল চামচ
নারকের কোরা- ১ কাপ
কাঁচালঙ্কা- ৫টি (বাটা)
হলুদ গুঁড়ো- ২ চা চামচ
নুন ও চিনি- স্বাদমতো
পাতিলেবু-১টি

প্রণালী- প্রথমে কচুপাতা ভালোভাবে ধুয়ে সরু করে কুচি করে নিন। এরপর নুন ও লেবুর রস মেশানো গরম জলে কয়েক মিনিট ভাপিয়ে তুলে জল ঝরিয়ে রেখে দিন। অন্যদিকে কুচো চিংড়ি পরিষ্কার করে নুন ও হলুদ মাখিয়ে সর্ষের তেলে হালকা করে ভেজে নিন। এবার সেই কড়াইতেই কাঁচালঙ্কা বাটা, সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটা ও কাজুবাদাম বাটা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে ভাজা চিংড়ি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এরপর স্বাদমতো নুন ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিন। সঙ্গে নারকেল কোরা দিয়ে আরও কয়েক মিনিট রান্না করুন। সবশেষে আগে থেকে ভাপিয়ে রাখা কচুপাতা কুচি মিশিয়ে ২-৩ মিনিট নেড়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। রান্না নামানোর পর উপর থেকে এক চামচ কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিট রেখে দিন। তারপর ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সুস্বাদু কচুপাতা চিংড়ি। ছোট থেকে বড় সবারই চিভে জল এনে দেবে এই সুস্বাদু রেসিপি।

শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখতে তামার বোতলে জল খান

স্বাস্থ্য সচেতন অনেক মানুষই তামার বোতলে জল খান। আয়ুর্বেদ মতে, সকালে খালি পেটে তামার পাত্রে রাখা জল খেলে হজমক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তা বিপাকক্রিয়ার গতিও বাড়িয়ে তোলে। ভারতে তামার পাত্রে জল খাওয়ার চল বেশ প্রাচীন। তবে একটা সময়ের পর কাচ, প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামার পাত্রের চল কমে আসে। তবে তামার পাত্রে জলের খাওয়ার নানা উপকারিতা থাকায়, আবার সেই ব্যবহার ফিরেছে। আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঘড়া বা কলসি নয়, তামার তৈরি রকমারি বোতল ব্যবহার হচ্ছে জল খাওয়ার জন্য। প্রতি দিন সেই বোতল শুধু ব্যবহার করলেই হয় না, তা পরিষ্কার করাও জরুরি। না হলে উপকারের বদলে, শরীরে বাসা বাঁধতে পারে রোগজীবাণু। তবে

তরল সাবান নয়, তামার বোতল পরিষ্কারের চার সহজ কৌশল জেনে নিন। ১.নুন-লেবু অথবা ভিনিগার তামার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় একটা কালচে কষ তৈরি হয়। সেই কষ ওঠাতে ও বোতলের ভিতরটা পরিষ্কার করে নিতে নুনের সঙ্গে পাতিলেবু মিশিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। বোতলের বাইরে ভাল করে পরিষ্কার করে বোতলের ভিতরে লেবুর জল বা ভিনিগার জল মিশিয়ে কিছু ক্ষণ ভরে রেখে তা ফেলে দেওয়ার পর ধুয়ে নিলে বোতল ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

২.বেকিং সোডা ও লেবু বা ভিনিগার বাসন মাজা, ঘষায় বেকিং সোডা বিশেষ কার্যকর। একটি পাত্রে এক চা-চামচ বেকিং সোডা নিয়ে তার মধ্যে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। দিতে পারেন সামান্য ভিনিগারও। লেবু ও ভিনিগারে অ্যাসিড থাকে। যা বাসন পরিষ্কার করে। বেকিং সোডা ও পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। অন্তত ২ দিন অন্তর বোতল পরিষ্কার করা দরকার। ৩.তেঁতুল-তেঁতুল দীর্ঘ দিন ধরে তামার বাসন পরিষ্কারে ব্যবহার হয়ে আসছে। এতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড ও ফাইবার। একটি পাত্রে তেঁতুল গুলে বীজ ফেলে দিয়ে সেই ক্বাথ বোতলে লাগিয়ে রাখুন। খানিক বাদে হাত দিয়ে ঘষে তুলে দিলে বোতল পরিষ্কার তো হবেই, কোনও খারাপ গন্ধও থাকবে না। ৪.টম্যাটো কেচাপ এতে থাকে ভিনিগার। কেচাপে ভিনিগার ব্যবহারের কারণে অ্যাসিড থাকায়, এই উপাদান দিয়েও তামার বোতল পরিষ্কার করা যায়। কেচাপ বোতলের বাইরে ও ভিতরে লাগিয়ে নাইলনের নরম জালি দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিলেই নতুনের মতো হয়ে উঠবে তামার বোতল।

বর্ষায় বাচ্চাদের কীভাবে সুস্থ রাখবেন

গ্রীষ্মের দাবদাহের পর বর্ষা এলে খানিক স্বস্তি তো লাগেই। তবে টানা ভারী বৃষ্টি বা ঝিরঝিরে বৃষ্টি অনেকসময়ই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রখর রোদের জায়গায় মেঘলা আকাশ অনেক সময়ই মন উদাস করে দেয়। বর্ষা অনেকে কাছে স্বস্তির ঋতু হলেও, এই সময় শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। কারণ ছোটদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক কম হওয়ায় এই সময় ভাইরাল সংক্রমণ, সর্দি-কাশি, জ্বর কিংবা পেটের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। তাই বর্ষাকালে সন্তানের সুস্থতা নিশ্চিত করতে কয়েকটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত। **১ পর্যাপ্ত জল পান করান** অনেকেই মনে করেন বর্ষায় জল তেষ্টা কম পায়, তাই জলও কম লাগে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত জলের যোগান বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কম জল খেলে ডিহাইড্রেশন, পেটের সমস্যা বা ডায়রিয়ার মতো অসুখের আশঙ্কা বাড়তে পারে। **২. স্বাস্থ্যকর ও ঘরে তৈরি খাবার দিন** এই সময় রাস্তার খাবার বা অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। শিশুর পছন্দের খাবার বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর উপায়ে তৈরি করে দিন। অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত, ভাজাপোড়া বা প্রক্রিয়াজাত খাবর যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। পুষ্টিকর খাবার শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। **৩. হাত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন** খাওয়ার আগে ও টয়লেট ব্যবহারের পরে ভালোভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই শেখানো উচিত। স্কুল টিফিন খাওয়ার আগেও যেন হাত ধুয়ে নেয়, সে বিষয়েও শিশুকে মনে করিয়ে দিন। এতে

সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকটাই কমে। **৪. অ্যালার্জি থাকলে বাড়তি সতর্কতা** যদি শিশুর কোনও খাবারে অ্যালার্জি থাকে, তাহলে বর্ষাকালে সেই খাবার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন। স্কুলের টিফিন কিংবা বিকেলের জলখাবারে বাড়িতে তৈরি নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। **৫. রেনকোট বা ছাতা সঙ্গে রাখুন** বর্ষাকালে কখন বৃষ্টি শুরু হবে, তা আগে থেকে বোঝা কঠিন। তাই শিশুর স্কুল ব্যাগে সবসময় একটি ছোট ছাতা বা তারা উপযোগী রেনকোট রাখুন। এতে স্কুলে যাওয়া বা ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে। বর্ষার সৌন্দর্য উপভোগ করার পাশাপাশি শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সামান্য কিছু অভ্যাসই বড় ভূমিকা নিতে পারে। সঠিক পরিচর্যা, স্বাস্থ্যকর খাবার এবং পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস বজায় রাখলে এই মৌসুমেও শিশু থাকবে সুস্থ ও প্রাণবন্ত।

উইমেন্স কলেজে বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস ও তিরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে শুক্রবার উইমেন্স কলেজের উদ্যোগে পালিত হলো বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিশেষ প্রদর্শনী, তিরঙ্গা যাত্রা ও আলোচনা সভা। এদিন কলেজের মূল ফটকের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে কলেজের ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্যরা এই যাত্রায় অংশ নেন। তিরঙ্গা যাত্রাটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কলেজ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝরনা দেববর্মা, উইমেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ সঞ্চিতা রিয়াং-সহ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা।তিরঙ্গা যাত্রা শেষে কলেজ প্রাঙ্গণে বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দেশভাগের সময়কার ইতিহাস, মানুষের দুর্ভোগ ও সেই সময়ের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রদর্শনীতে নানা তথ্য ও উপকরণ তুলে ধরা হয়। পরবর্তীতে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা। দেশভাগের ইতিহাস ও তার প্রভাব নিয়ে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি স্বাধীনতার মূল্যবোধ, জাতীয় ঐক্য ও দেশপ্রেমের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে আরও সুদৃঢ় করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়নের বার্তা নিয়ে উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনির উদ্যোগে আয়োজিত হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। উমাকান্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও অ্যালামনির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ করা হয়।কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তনীরা জানান, গত প্রায় ১৫ বছর ধরে নিয়মিতভাবে তাঁরা এই ধরনের পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি পালন করে আসছেন। উমাকান্ত চত্বরকে আরও সবুজ করে তুলতে বিভিন্ন মূল্যবান গাছের চারা রোপণ করা হয়। শুধু গাছ লাগানোই নয়, রোপণ করা চারাগুলির নিয়মিত পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দায়িত্বও নেওয়ার কথা জানান অ্যালামনির সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধুমাত্র গাছ লাগালেই হবে না, সেই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে তুলতে নিয়মিত পরিচর্যা ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও প্রয়োজন।পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সবুজ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এই ধরনের কর্মসূচিতে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান উমাকান্ত একাডেমি অ্যালামনির সদস্যরা।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কচুছড়া থানার উদ্যোগে বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: আগামীকাল ১৫ আগস্ট দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে দেশাত্মবোধ, জাতীয় ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ত্রিপুরা পুলিশের নির্দেশে শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন থানার উদ্যোগে একযোগে বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।এরই অংশ হিসেবে কচুছড়া থানার উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ বাইক র‍্যালি। থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৫০ জন বাইক আরোহী এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি টিএসআর জওয়ান এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষও কর্মসূচিতে অংশ নেন। এদিনের বাইক র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কচুছড়া থানার ওসি বিশ্বজিৎ দাস। এছাড়াও থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী, টিএসআর জওয়ান এবং স্থানীয় বাসিন্দারা উপস্থিত থেকে কর্মসূচিকে সফল করে তোলেন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আয়োজিত এই বাইক র‍্যালির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয় সংহতি ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করাই ছিল মূল লক্ষ্য। র‍্যালিকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। পুলিশের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

আগামী ১৮ আগস্ট কৈলাসহরে চাকরি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৮ আগস্ট কৈলাসহরের সরকারি আই.টি.আই-য়ে একটি চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়ে এই মেলা বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে। এই জব ফেয়ারে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকা একাধিক শূন্যপদের জন্য লোক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের উক্ত চাকরি মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অমরপুরে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৪ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে আজ অমরপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অমরপুরের অমরসাগরে অনুষ্ঠিত এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার সূচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, অমরপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দাস, মহকুমা শাসক অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় ৬টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। উপস্থিত প্রতিটি দলকেই নগদ ১২০০ টাকা করে প্রদান করা হয় এছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আজ সকালে রামঠাকুর আশ্রম প্রাঙ্গণে কচিকাঁচাদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চারটি বিভিন্ন গ্রুপে মোট ১৩৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: দেশের গৌরবময় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় তিনি বলেন, "৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের দিনে আসুন আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে সেই সমস্ত অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণ করি যাঁরা আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা, ঐক্য এবং মর্যাদার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের সাহসিকতা, দেশপ্রেম এবং উৎসর্গ আমাদের একটি শক্তিশালী এবং আরও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে ক্রমাগত অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

আমি রাজ্যের যুবসমাজকে ত্রিপুরার তথা দেশের অগ্রগতির জন্য তাদের শক্তি, প্রতিভা এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন আমরা শিক্ষা, উদ্যোক্তা, ক্রীড়া, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একসাথে কাজ করি। এই ঐতিহাসিক ক্ষণে, আসুন আমরা ঐক্য, সংহতি, সমতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মূল্যবোধের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাকে পুনর্ব্যক্ত করি এবং একটি শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ এবং উন্নত ভারত গড়ে তুলতে অবদান রাখার অঙ্গীকার করি, যেখানে প্রতিটি নাগরিক তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ পাবেন। দেশপ্রেম এবং সেবার মনোভাব আমাদের প্রত্যেককে দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত করুক"।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ধর্মনগরে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ যানবাহন চেকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: আগামীকাল ১৫ আগস্ট দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহর ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার ধর্মনগর ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বিশেষ যানবাহন চেকিং অভিযান চালানো হয়। স্বাধীনতা দিবসের আগে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটসাঁট করতেই এই বিশেষ অভিযান বলে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অভিযানের সময় শহরের বিভিন্ন সড়কে চলাচলকারী যানবাহন থামিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি যানবাহন ও যাত্রীদের গতিবিধির উপরও বিশেষ নজর রাখা হয়। আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ধর্মনগরের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। ফলে অনুষ্ঠানের আগে শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবারের বিশেষ চেকিং চলাকালীন এখনও পর্যন্ত কোনও ধরনের সন্দেহজনক বস্তু বা অপ্রীতিকর বিষয় নজরে আসেনি। তবে স্বাধীনতা দিবসের আগে নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের যানবাহন চেকিং ও নজরদারি অব্যাহত থাকবে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকেও স্বাধীনতা দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি চলাকালীন সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা যানবাহন চোখে পড়লে দ্রুত পুলিশকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবস শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে পুলিশ।

কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে দেশভাগ বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: দেশভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাস স্মরণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই সময়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে কৈলাশহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে পালিত হলো 'দেশভাগ বিভীষিকা স্মৃতি দিবস'। শুক্রবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের স্মৃতি তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মন্ত্রী টিঙ্কু রায়-সহ অন্যান্য অতিথিরা ফিতা কেটে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত আর্ট গ্যালারির উদ্বোধন করেন। পরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ১৯৪৭ সালের দেশভাগের একটি ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে নির্বাচিত দুটি বিভাগের মোট ছয়জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি এনসিসির দুই ক্যাডেট দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। এরপর উপস্থিত সকলে দেশভাগের বিভীষিকার স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে ঐক্য, সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ অজিত বর্মন, শিক্ষক সম্পাদক ডাঃ সুবীর শেখর অধিকারী, শ্রীমতি শান্তশ্রী মজুমদার এবং ছাত্রনেতা আকাশ দেবনাথ-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি' পালনের উদ্দেশ্য অতীতের ক্ষতকে নতুন করে উসকে দেওয়া নয়। বরং দেশভাগের সময় সাধারণ মানুষের যে ভয়াবহ যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তা স্মরণ করে ভবিষ্যতে যাতে এমন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই শিক্ষা গ্রহণ করাই এই দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য।

পানিসাগরে তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৪ আগস্ট: হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরে এক তিরঙ্গা র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসন ও পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই তিরঙ্গা র‍্যালিতে পানিসাগরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিল্পী ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তিরঙ্গা র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন। পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, পানিসাগরের মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, পানিসাগর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ডিসিএমগণ ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

তেলিয়ামুড়ায় দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ আগস্ট: আজ স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে তেলিয়ামুড়ার সরকারি ডিগ্রি কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. অভিজিৎ ভট্টাচার্য সহ অধ্যাপক, কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। দিবসটি উপলক্ষে কলেজ চত্বর তেরঙ্গা পতাকায় সজ্জিত করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের করুণ ইতিহাস, মানুষের দুর্ভোগ ও বাস্তুচ্যুতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা এবং দেশভাগের বিভীষিকা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় তাঁর বক্তব্যে দেশভাগের বেদনাদায়ক ইতিহাস স্মরণ করে তরুণ প্রজন্মকে বিভেদ ও হিংসার ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার আহ্বান জানান। দেশভাগের অমর স্মৃতি ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার বার্তা তুলে ধরা হয়।

খোয়াইয়ে দেশভাগ বিভীষিকা স্মরণ দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ আগস্ট: আজ খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কলেজের অডিটোরিয়াম হলে দেশভাগ বিভীষিকা স্মরণ দিবস পালন করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে চারাগাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী।উদ্বোধক হিসেবে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, দেশ স্বাধীন করতে যে সমস্ত বীর সেনানীও মনীষীগণ আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে যুব সমাজকে জানতে হবে। তাঁদের আদর্শকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপিকা বর্ণিতা পুরকায়স্থ সহ বিশিষ্টজনেরা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সীমা দেববর্মা। সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. নির্মল ভদ্র। অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ উদ্বোধনী সংগীত সহ দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শান্তিরবাজারে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ শান্তিরবাজার মহকুমা জুড়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত হয়েছে। শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অফিস, বকাফা ব্লক, জোলাইবাড়ি ব্লক, শান্তিরবাজার পুর পরিষদ কার্যালয়, শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন সরকারি অফিস ও শিক্ষাঙ্গনে সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়। বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে সরকারি কর্মচারীগণও সাফাই কাজে অংশ নেন। অন্যদিকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বকাফা ব্লক থেকে শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক কার্যালয় পর্যন্ত বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মচারী ও সমাজসেবীগণ এই বাইক র‍্যালিতে অংশ নেন।

সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: মানুষের জীবনে চোখের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণ সমস্যা থেকে শুরু করে জটিল ও বিশেষায়িত চক্ষুরোগের চিকিৎসা যাতে রাজ্যের মানুষ নিজের রাজ্যেই পেতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই চক্ষু হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে শিশুদের চক্ষুরোগেরও বিভিন্ন জটিল সমস্যার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। আজ আগরতলার ক্যাপিটাল কমপ্লেক্সে আগরতলা সরকারি চক্ষু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (আই.এইচ.এম.আই.এস.)-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে এই সরকারি চক্ষু হাসপাতালকে শুধু ত্রিপুরার মানুষের উন্নত চক্ষু চিকিৎসার নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র হিসেবেই নয়, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের জন্য একটি আধুনিক ও উৎকর্ষের চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য রয়েছে। আজকের এই উদ্যোগ রাজ্যে উন্নত ও আধুনিক চক্ষু চিকিৎসার নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সমন্বিত, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এতদিন রাজ্যের মানুষের চোখে জটিল সমস্যা দেখা দিলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা ছিল। তাই ত্রিপুরাতেই কেন একটি উন্নতমানের টার্শিয়ারি আই হসপিটাল গড়ে উঠবে না, সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ। এই হাসপাতাল গড়ে উঠলে রাজ্যের মানুষ চোঁখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের" প্রেরণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই হাসপাতালকে আগামীদিনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সেন্টার অব এক্সিলেন্স ইন অপথালমোলজি হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, আধুনিক বায়োমেডিক্যাল আই-টেকনোলজির পাশাপাশি উন্নত রোগ নির্ণয় ও অস্ত্রোপচার পরিষেবাও থাকবে। এখানে অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থাও থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে হাসপাতাল ভবনের আরও সম্প্রসারণের সুযোগও রাখা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী দিনে এই হাসপাতালকে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং একাডেমিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। এরফলে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষা, ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা ছাড়াও জেলা ও মহকুমাস্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো সম্প্রসারণে সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। গোমতী, ধলাই ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালু হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালেও খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু হবে। খোয়াই ও সিপাহীজলায় নতুন জেলা হাসপাতাল নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং গোমতী জেলা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ানোর কাজ হয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বেড়ে ১,৪১৩ হয়েছে। রাজ্যে ইতিমধ্যে নয়টি সফল কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে। ভবিষ্যতে হার্ট ও লিভার প্রতিস্থাপন পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জিবিপি হাসপাতালে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের নির্মাণ কাজ চলছে এবং বিলোনীয়াতেও মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলস্বরূপ বর্তমানে রাজ্য থেকে বহিরাজ্যে রোগী রেফার করার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতালে ইতিমধ্যে ডিজিটাল রোগী নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং আই.এইচ.এম.আই.এস.-এর মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করা হচ্ছে। আই.এইচ.এম.আই.এস.-এর সঙ্গে হেলথ কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টার-কে যুক্ত করার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিষেবা সম্পর্কে রিয়েল-টাইম তথ্য পাওয়া এবং ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নজরদারি করা সম্ভব হবে। এতে হাসপাতাল পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আওতায় আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়ও ত্রিপুরা ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের আভা আইডি তৈরি হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ১৮ লক্ষেরও বেশি স্ক্যান এন্ড শেয়ারের মাধ্যমে রোগীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে। টেলি-কনসালটেশন পরিষেবার মাধ্যমে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকরা দিল্লির এ.আই.আই.এম.এস.-এর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারছেন। এরফলে রাজ্যের মানুষকে উন্নত চিকিৎসা পরামর্শের জন্য সবসময় বহিরাজ্যে যেতে হচ্ছে না। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যে একটি স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। ডেন্টাল কলেজ ও নার্সিং কলেজ চালু হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পঠন পাঠন শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করার বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মাধ্যমে লক্ষাধিক মানুষ ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন। পাশাপাশি "মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান"-এরও ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। শিশু ও কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ টিকাকরণ কর্মসূচিতে প্রায় ৯০ শতাংশ শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

"মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান"-এর মাধ্যমে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী ১০ লক্ষেরও বেশি শিশু ও কিশোর কিশোরীর কাছে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (আর.বি.এস.কে.)-এর আওতায় বিপুল সংখ্যক শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই সরকার কাজ করছে। জিবিপি হাসপাতালে রোগীর সহায়কদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের পরিবার পরিজনদের জন্য ১০০ শয্যার নাইট শেল্টারও নির্মাণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে সরকারের স্বচ্ছ, ইতিবাচক ও জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। রাজ্যের মানুষের উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই হাসপাতাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন পূরণের পথে এগোচ্ছে ত্রিপুরা। গত বছর থেকে রাজ্যের মানুষকে যাতে চোখের চিকিৎসার জন্য বহির্রাজ্যে যেতে না হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই দ্রুত সাইট নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন ও অর্থ সংস্থানের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং রাজ্যবাসী এর সুফল পাবেন। স্বাস্থ্য সচিব জানান, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে এই হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। সেখানে সমস্ত আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধাও মজুত থাকবে। তিনি বলেন, হাসপাতালে আধুনিক লেজার প্রযুক্তিতে ছানি অস্ত্রোপচার, কর্নিয়া প্রতিস্থাপন, ডায়াবেটিক রেটিনার চিকিৎসা, গ্লুকোমা, শিশুদের জন্মগত চক্ষু সমস্যার চিকিৎসা, অকিউলোপ্লাস্টি এবং নিউরো-অফথালমোলজির মতো বিশেষায়িত পরিষেবাও থাকবে। সাধারণ চক্ষুরোগ থেকে শুরু করে জটিল রোগের চিকিৎসা একই প্রতিষ্ঠানে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সচিব আরও বলেন, দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষ দৃষ্টিহীনতা ও দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যায় ভুগছেন। রাজ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও উন্নতমানের চক্ষু হাসপাতালের প্রয়োজন দীর্ঘদিনের ছিল। তিনি আশা প্রকাশ করেন সেই প্রয়োজন পূরণে এই হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অনুষ্ঠানে আই.এইচ.এম.আই.এস.-এর কার্যপ্রণালী ও এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আসতে চলা পরিবর্তন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। হাসপাতালটির সামগ্রিক রূপ ও আধুনিক পরিষেবা কাঠামোর একটি সুস্পষ্ট চিত্রও তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার মিশন ডিরেক্টর সাজু বাহিদ এ., চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার আগরতলা স্মার্ট সিটি ড. জি. এস. নায়েক, স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট (এমএস) প্রমুখ।

দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে হলে দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতে হবে: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যভিত্তিক সুকান্ত জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য পৃথিবীতে খুব অল্প দিনের মধ্যেই অসাধারণ সৃষ্টি রেখে গেছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর সাহিত্য ও কবিতার মাধ্যমে সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং তৎকালীন যুবসমাজকে জাগ্রত করেছিলেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যময় প্রতিভাকে সঠিক দিশা দেওয়া এবং তা বিকশিত করার গুরুদায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। এই প্রতিভা যাতে কোনোভাবে হারিয়ে না যায় এবং উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে সুন্দরভাবে বিকশিত হতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। কারণ তরুণদের মেধা ও শক্তির সঠিক বিকাশের মাধ্যমেই আমাদের দেশ ও সমাজ দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে হলে দেশকে গভীরভাবে ভালোবাসতে হবে এবং আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিই যুবসমাজের মধ্যে দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলে, যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল অনুপ্রেরণা।

এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালি রাণী দাস সেন, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক ফিরঞ্জন ত্রিপুরা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা রিপন চাকমা, বিশেষ বক্তা প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রিপন চক্রবর্তী ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গুরুপদ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সুকান্ত জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জেলার যে সমস্ত বিদ্যালয় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একশ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে ঐ বিদ্যালয়গুলিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। জেলার এরূপ ২৯টি বিদ্যালয়কে এদিনের অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন।

সবার আগে দেশ, প্রতিটি মানুষের মনে সেই ভাবনা রাখতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ইতিহাস ভুলে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেশের জাতীয় পতাকার মধ্যে আছে এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা। বর্তমান ছাত্র ও যুবসমাজকে দেশ ভাগের বিভীষিকাময় ইতিহাস জানতে এবং তা নিয়ে চর্চা করতে হবে। আজ মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের রবীন্দ্র হলে দেশ বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস উদযাপন ও হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হয়েছিল। দেশ ভাগের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল এক ধর্মীয় বিভেদের আবহ। সেই পরিবেশে প্রত্যেক মানুষের সামাজিকভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশ ভাগের ফলে যে ভয়াবহ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার ভয়াবহতা সম্পর্কে এই দিবসটির অসীম তাৎপর্য রয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় পতাকার সাথে জড়িয়ে রয়েছে দেশবাসীর দেশপ্রেম ও দেশভক্তির আবেগ। স্বাধীনোত্তর সময়ে দেশ নানা সময়ে লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দেশবাসীর মধ্যে দেশের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও সম্মান লুণ্ঠিত হয়নি। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবার আগে দেশ, প্রতিটি মানুষের মনে সেই ভাবনা রাখতে হবে।তিনি বলেন, দেশভক্তি ও দেশপ্রেমকে আরও বেশি করে জাগ্রত করে তুলতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি সূচনা করেন ২০২২ সালে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্র, যুব সমাজ সহ প্রতিটি দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশভক্তির জোয়ার এসেছে। বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে।

এই ভাবনাকে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম যতবেশি ধরে রাখতে পারবে ততবেশি দেশ উন্নত ও শক্তিশালী হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় পতাকা হলো আমাদের গর্ব। জাতীয় পতাকায় জড়িয়ে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানের স্মৃতি। বর্তমানে দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে রাজ্যও উন্নয়নের পথে ক্রমশ এগিয়ে চলছে। বিকশিত ভারত গড়তে রাজ্যগুলিকেও হতে হবে বিকশিত রাজ্য। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে এসএমসিসি"র চেয়ারম্যান নবেন্দু ভট্টাচার্য দেশ ভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর বিভাস দেব, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, টিচার্স কাউন্সিলের সচিব ড. নিলিমা বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. অর্জুন গোপ। "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে এক তিরঙ্গা র‍্যালির সূচনা করেন।

আগামীকাল সকালে আগরতলার কিছু এলাকায় যানবাহন চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আগামীকাল সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময়ে আগরতলা শহরের কিছু এলাকায় যানবাহন চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ত্রিপুরা মোটর ভেহিক্যাল রুলস ১৯৯১-র ১০৫নং ধারা এবং মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট ১৯৮৮-র ১১৬ এবং ১১৭নং ধারা অনুযায়ী পশ্চিম জেলার জেলাশাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

এই মর্মে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী গোর্খাবস্তি থেকে দক্ষিণমুখী এলাকা, বুদ্ধমন্দির থেকে উত্তরমুখী এলাকা এবং মালঞ্চনিবাস থেকে সার্কিটহাউজ পর্যন্ত এলাকায় সমস্ত ধরণের বেসরকারি যানবাহন, বাণিজ্যিক বাহন, দ্বিচক্র যান, রিক্সা, ই-রিক্সা, হ্যান্ড কার্টস ইত্যাদি সকাল ৮টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময়ে চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবে।

সংশ্লিষ্ট সময়ে রোগীদের নিয়ে জিবি হাসপাতালগামী গাড়ি অভয়নগর বাজার-কুমারীটিলা-জিবি হাসপাতাল রোডে চলাচল করবে। বিমান যাত্রীদের দুর্গাচৌমুহনী-বড়জলা ভায়া পঞ্চবটী কালীমন্দির রোডে চলাচল করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে যেসমস্ত এলাকাকে নো-পার্কিং জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ১) পুরনো লোক ভবনের মূল প্রবেশদ্বার থেকে বুদ্ধমন্দির পর্যন্ত রাস্তার উভয় দিক। ২) বুদ্ধমন্দির থেকে পুরনো এমএলএ হোস্টেল নং-১ (ক্যান্টনমেন্ট রোড) রাস্তার উভয় দিক ৩) বুদ্ধমন্দির থেকে অভয়নগর পোস্ট অফিস পর্যন্ত।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবায় রোগিণীর সন্তোষ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো, সময়মতো চিকিৎসা নেওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। গর্ভাবস্থা থেকে প্রসব এবং প্রসবের পর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিচর্যা দিতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত কাজ করছেন।

গত ১৩ আগস্ট তেলিয়ামুড়ার মধ্য কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা সন্দীপা দাস (১৮) ৯ মাসের গর্ভবতী অবস্থায় প্রথমবার চিকিৎসার জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আগরতলা সিভিল হাসপাতালে আসেন। তিনি প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত সাহার পরামর্শ নেন। চিকিৎসক তার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেন এবং নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। চিকিৎসা নেওয়ার পর সন্দীপা দাস ও তার মা হাসপাতালের পরিষেবায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তারা জানান, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনারও প্রশংসা করেন। তাদের মতে, হাসপাতালের পরিবেশ এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতা তাদের চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বস্তি ও আস্থা বাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে যাত্রাপুরে কড়া নজরদারি, সীমান্ত সড়কে যৌথ বাহিনীর টহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে যাত্রাপুর থানা এলাকায়। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন সড়কগুলিতে গভীর রাত পর্যন্ত চলছে পুলিশের টহল ও কড়া নজরদারি। সীমান্ত এলাকা ছাড়াও থানা এলাকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক শুক্রবার সকালে জানান, গত ৪-৫ দিন ধরে যাত্রাপুর থানা এলাকার পশ্চিমাংশে প্রায় ২০ কিলোমিটার জুড়ে বিএসএফের ৬৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের সঙ্গে যৌথভাবে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। মূল লক্ষ্য, সীমান্ত দিয়ে যাতে কোনও ধরনের অনুপ্রবেশ না ঘটে এবং স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা।

থানা এলাকার ভবানীপুর, নিদয়া, কাঠালিয়া, বাঁশপুকুর, মাছিমা, বড়নারায়ণ-সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকার পশ্চিমাংশ ঘেঁষে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ও আইবিবি সড়ক। এই এলাকাগুলিতে সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একাধিক টিম যৌথভাবে টহল ও নজরদারি চালাচ্ছে।

পাশাপাশি যাত্রাপুর থানা এলাকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। ওসি পার্থনাথ ভৌমিক বলেন, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা পুলিশের বিশেষ দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ধরনের ঘাটতি রাখা হচ্ছে না।

তিনি আরও জানান, শুক্রবার সন্ধ্যার পরও একাধিক পুলিশ টিম বিভিন্ন এলাকায় বেরিয়ে টহলদারি চালাবে। বাইপাস সড়ক থেকে শুরু করে গ্রামীণ সড়কগুলিতেও চলবে যানবাহন তল্লাশি। মোটরবাইক, ছোট ও মাঝারি গাড়ি-সহ বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে প্রয়োজনীয় চেকিং করা হবে। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে যাত্রাপুর থানা এলাকায় পুলিশের এই বাড়তি নজরদারিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার হয়েছে।

অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীর বদলে যাত্রী

● **প্রথম পাতার পর** পরিবহণ করে তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়। হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স চালক বিমল দাসের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের একাংশ এই অভিযোগ তুলেছেন।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিষয়টি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হাসপাতাল থেকে রেফার করা রোগীদের গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার পর ফেরার পথে বিভিন্ন যাত্রীকে তাঁদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর বিনিময়ে নেওয়া হয় টাকা। ফলে সরকারি পরিষেবার জন্য বরাদ্দ অ্যাম্বুল্যান্স ব্যক্তিগত অর্থ উপার্জনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন, সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স কি রোগী পরিবহণের নির্দিষ্ট দায়িত্বের বাইরে ভাড়ার গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যায়? অভিযোগ সত্যি হলে সরকারি সম্পদের অপব্যবহারের পাশাপাশি জরুরি রোগী পরিষেবাতেও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এ ধরনের ঘটনা নিয়ে এর আগেও বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফে দৃশ্যমান কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে একই ধরনের অভিযোগ ফের সামনে আসছে বলে দাবি তাঁদের। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠলে বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে না কেন?

সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সাধারণ মানুষের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই এর ব্যবহার নিয়ে ওঠা অভিযোগের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আনা এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। এখন দেখার, এই অভিযোগের পর তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ভাবী প্রজন্মকে জানাতে

● **প্রথম পাতার পর** আসা দুর্ভোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশভাগের সময়ের ভয়াবহতা ও প্রাণহানির ঘটনা স্মরণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

এদিনের কর্মসূচিকে ঘিরে দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবসের তাৎপর্য এবং দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিপ্লব কুমার দেব। তিনি দেশভাগের বেদনাদায়ক অধ্যায় স্মরণ করার পাশাপাশি দেশের ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতি অটুট রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

মামলার ভয় দেখিয়ে বিরোধীদের

● **প্রথম পাতার পর** মানিক সরকারের দাবি, মামলাগুলির পেছনে শাসকদল ও সরকারের মদত রয়েছে। তাঁর কথায়, মামলা দায়ের করে বিরোধীদের কাবু কিংবা ভয় দেখানো যাবে না। বরং এই ধরনের পদক্ষেপ সরকারের দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ বলে দাবি করেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার ক্ষমতা ও প্রশাসনিক শক্তি ব্যবহার করে বিরোধীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন থামানো সম্ভব নয়। এর জবাব মানুষই দেবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মানিক সরকারের দাবি, আগামী দিনে মানুষের মধ্যে নতুন করে রাজনৈতিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা-সহ গোটা দেশে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মানুষ ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মামলা দায়েরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও

● **প্রথম পাতার পর** শুধুমাত্র মানচিত্রের ওপর একটি ভৌগোলিক বিভাজন ছিল না; এক রাতের মধ্যে কোটি কোটি মানুষের জীবন আমূল বদলে গিয়েছিল।

রতন লাল নাথ বলেন, দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ রাতারাতি সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। অনেকেই হারিয়েছিলেন নিজেদের বাড়িঘর, পৈতৃক ভিটেমাটি ও পরিচিত সামাজিক পরিসর। স্বাধীনতার পরও বহু মানুষ জানতেন না, তাঁদের গন্তব্য কোথায়।

তিনি আরও বলেন আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের যে বন্ধন ছিল, দেশভাগের ফলে তার অনেকটাই ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের বাবা-মায়েরা যে ইতিহাস নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শুনিয়েছেন, সেই ইতিহাসও আমাদের মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা কেউ আমাদের পুরস্কার হিসেবে দেয়নি। অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ, কারাবরণ, সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান জানানো মানে সেই সমস্ত বীর সন্তানদের প্রতিও সম্মান জানানো, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের দিন যেমন আনন্দের, তেমনই দেশভাগের কারণে তা বেদনারও স্মারক। তাই ইতিহাসকে জানা, বোঝা এবং তার থেকে শিক্ষা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তিনি বলেন দেশভাগের সেই কঠিন অধ্যায় থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের ঐক্য, সম্প্রীতি, মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই স্মরণ দিবস আমাদের সেই বার্তাই দেয়।

অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মনিদীপ রায়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, সমাজসেবী কার্তিক আচার্য-সহ কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দেশাত্মবোধক নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করেন। পরে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শহরের রাস্তায় অবৈধ পার্কিং নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী, বাড়ছে পার্কিং ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: শহরাঞ্চলে যত্রতত্র গাড়ি, মোটরসাইকেল ও স্কুটার পার্কিং নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে নাগরিকদের আরও সচেতন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তাঁর বক্তব্য, রাস্তার উপর নির্বিচারে যানবাহন পার্কিংয়ের ফলে সাধারণ যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলে প্রতিনিয়ত সমস্যা তৈরি হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহরের বহু রাস্তা এমনিতেই সংকীর্ণ। সেসব রাস্তা আরও চওড়া করার সুযোগও সীমিত। এই পরিস্থিতিতে রাস্তার পাশে যত্রতত্র যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখলে কীভাবে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াত সম্ভব হবে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।তিনি বলেন, অনেকেই শুধুমাত্র নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা করে যেখানে-সেখানে গাড়ি রেখে দেন। এর ফলে একইসঙ্গে আরও অনেক মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। স্থানীয় সমস্যা সমাধানে বর্তমানে বিভিন্ন ক্লাব ও সামাজিক সংগঠনও এগিয়ে আসছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণা ও সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমেও নাগরিকদের মধ্যে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ ধরনের সমস্যা সমাধানে তিনিও অতীতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু বারবার আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এমনকি অনেক সময় দোকানদার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও পার্কিং নিয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার আগে অনেককেই বারবার ভাবতে হচ্ছে, কারণ গন্তব্যে গিয়ে কোথায় গাড়ি রাখা যাবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যেখানে পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, সেখানে অপ্রয়োজনে গাড়ি না নিয়ে সম্ভব হলে হেঁটে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে এমন নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি রেখে সংকীর্ণ রাস্তা দখল না করার আহ্বানও জানান মুখ্যমন্ত্রী।শহরের বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত পার্কিং ব্যবস্থা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি শহরাঞ্চলে হাইড্রোলিক পার্কিং ব্যবস্থা চালুর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।এ প্রসঙ্গে কলকাতার উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সেখানকার বহু সরু রাস্তাতেও নিয়ম মেনে চলার কারণে যানবাহন নির্বিচারে পার্ক করা থাকে না। একমুখী যান চলাচলসহ নির্দিষ্ট ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার ফলে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আইন কঠোরভাবে কার্যকর করার পাশাপাশি নাগরিকরা যদি নিয়ম মেনে চলেন, তাহলে শহরে সুশৃঙ্খল যান চলাচলের সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব। ক্রমবর্ধমান পার্কিং ও যানজটের সমস্যা মোকাবিলায় প্রশাসনিক নজরদারির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বেহাল রাজনগর-পিত্রা সড়ক, ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত সাধারণ মানুষের

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনগর থেকে পিত্রা যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষা নামতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ কাদা ও বড় বড় গর্তে পরিণত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে অটোচালকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। রাস্তার বিভিন্ন অংশে তৈরি হওয়া বড় বড় গর্তের কারণে প্রায়ই অটোরিকশা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বলেও দাবি এলাকাবাসীর।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় দুই বছর আগেও এই সড়কে দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। এরপরও গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের স্থায়ী সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের।

দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। একদিকে উন্নয়নের দাবি, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কের এমন বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত রাজনগর-পিত্রা সড়কটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে রাস্তার গর্ত ও জল-কাদার সমস্যা দূর করার পাশাপাশি স্থায়ীভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। নিত্যযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

দেশভাগের স্মরণ দিবসে

● **প্রথম পাতার পর** উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও দেশভাগের বলি হওয়া মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমানার বিভাজন ছিল না, এর সঙ্গে অসংখ্য পরিবারের স্বপ্ন, সম্পর্ক ও আবেগও ছিন্নভিন্ন হয়েছিল।

তিনি বলেন, দেশভাগের ভয়াবহতা স্মরণ দিবস সেই অকল্পনীয় যন্ত্রণা মনে করার পাশাপাশি তার থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ দেয়। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখার বার্তাও এই দিন বহন করে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় সংঘটিত প্রাণহানি, ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি ও সাম্প্রদায়িক হিংসার স্মরণে প্রতি বছর ১৪ আগস্ট 'পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে' পালন করা হয়। দেশভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ নবগঠিত সীমান্ত অতিক্রম করে বাস্তুচ্যুত হন এবং ব্যাপক হিংসা ও সামাজিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হন।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে

● **প্রথম পাতার পর** আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইনের লক্ষ্য পূরণ হলে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হবে এবং গণতন্ত্র আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠবে বলে জানান তিনি।

দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। রাষ্ট্রপতি মুর্মুর মতে, এই বিপুল যুবসমাজই ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি। তরুণদের প্রতিভাবান, দক্ষ ও দায়িত্বশীল হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ তাঁদের সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিচ্ছে।

সম্প্রতি গড়ে মাত্র ২৮ বছর বয়সী এক তরুণ দলের সফল রকেট উৎক্ষেপণের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর মতে, এই সাফল্য মহাকাশ গবেষণায় ভারতের জন্য নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি পরীক্ষায় অনিয়ম বন্ধ করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার একাধিক সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেও জানান তিনি।

তরুণদের জন্য নতুন নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি হচ্ছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি তাঁদের সেই সুযোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও গুরুত্ব দেন তিনি। তরুণরা যাতে উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য পরিবার ও সমাজকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

যুবসমাজের বিকাশ ও দেশ গঠনে খেলাধুলার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি। 'খেলো ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় স্তর থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত একটি শক্তিশালী ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি। খেলাধুলায় সরকারের নজিরবিহীন বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক নতুন সাফল্য অর্জন করছেন বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি।

ভারতের সবচেয়ে বড় যুব জনসংখ্যার পাশাপাশি প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যাও বাড়ছে বলে জানান রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সি প্রায় ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিক বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকারী হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি সমাজের প্রতিটি স্তরকে আরও সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। তাঁদের মধ্যে নিজেদের সমাজের অংশ হওয়ার অনুভূতি এবং আত্মসম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির ভাষণে নারীশক্তি, যুবসমাজ, ক্রীড়া, শিক্ষা এবং প্রবীণদের কল্যাণ, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের এই বিভিন্ন দিকই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি ইস্যুতে পুনর্বিবেচনার আহ্বান টিটিইএ-র

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক না রাখার রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্থানীয় যুবকদের স্বার্থ সুরক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাল ত্রিপুরা ট্রাইবেল এমপ্লয়িস এসোসিয়েশন (টিটিইএ)।

১২ আগস্ট আগরতলায় সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় খাদ্য, পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভার মুখপাত্র সুশান্ত চৌধুরী জানান, ত্রিপুরা সরকারের সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি আর বাধ্যতামূলক থাকবে না। নতুন ব্যবস্থায় প্রার্থীদের ত্রিপুরার কোনও বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী-এর মধ্যে অন্তত পাঁচ বছর নিয়মিত পড়াশোনা করার প্রমাণ দিতে হবে এবং নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত নথি জমা দিতে হবে।

টিটিইএ-র সাধারণ সম্পাদক বলেন, ত্রিপুরার সঙ্গে দীর্ঘদিনের শিক্ষাগত সম্পর্ককে বিবেচনায় রেখে পাঁচ বছরের বিদ্যালয়ের মানদন্ড চালু করার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে এর পাশাপাশি স্থানীয় যুবকদের জন্য কার্যকর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৩ সালে রাজ্য সরকার সরকারি চাকরিতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করেছিল মূলত ত্রিপুরার স্থানীয় যুবকদের সরকারি চাকরিতে সুযোগ ও অগ্রাধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। বর্তমানে আদালতের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বাধ্যতামূলক শর্ত প্রত্যাহার করে পাঁচ বছরের বিদ্যালয়ের মানদন্ড চালু করা হয়েছে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের স্থায়ী বাসিন্দা ও স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য কার্যকর অগ্রাধিকার কীভাবে নিশ্চিত হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

টিটিইএ-র বক্তব্য, শুধুমাত্র পাঁচ বছরের পড়াশোনার শর্তের ভিত্তিতে যদি ত্রিপুরার বাইরে থাকা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রার্থী সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান এবং স্থানীয় প্রার্থীদের জন্য কোনও কার্যকর অগ্রাধিকার না থাকে, তাহলে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে অন্যান্য রাজ্যে স্থানীয় প্রার্থীদের জন্য বিদ্যমান নিয়ম ও বিধিবিধানগুলিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ছিল বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ত্রিপুরার যুবসমাজ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার বিরোধী নয়। তবে ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের স্থায়ী বাসিন্দা ও স্থানীয় বেকার যুবকদের ন্যায্য সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের বিষয়টিও উপেক্ষা করা উচিত নয়।

এই পরিস্থিতিতে পিআরটিসি-এর পাশাপাশি পাঁচ বছরের বিদ্যালয়ের মানদন্ড-কে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতি গ্রহণের দাবি জানিয়েছে টিটিইএ। ত্রিপুরার যুবকদের ভবিষ্যৎ ও কর্মসংস্থানের স্বার্থে বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে একটি সুস্পষ্ট, ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ নিয়োগনীতি প্রণয়নের জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন টিটিইএ-র সাধারণ সম্পাদক কে. এম. দেববর্মা।

রক্তদান শিবিরের আয়োজনের

● **প্রথম পাতার পর** স্থানীয় মণ্ডল সভাপতি ও সুকান্ত পালের নেতৃত্বে একদল লোক বাড়িতে এসে হামলা চালায়। ডেকোরেশনের কাজে যুক্ত শ্রমিকদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ করেন নবারুণ দেব।

নবারুণ দেবের আরও অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁর পরিবারের মহিলা ও শিশু-সহ অন্যান্য সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়। রক্তদান শিবির আয়োজন করা হলে পরিবারের সদস্যদের ক্ষতি করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

ঘটনার পর রক্তদান শিবিরের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি জানিয়ে থানার ওসি, পুলিশ সুপার এবং আইজি-র কাছে নিরাপত্তার জন্য চিঠি দেওয়া হলেও কেউ সেই চিঠি গ্রহণ করেননি।

ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নবারুণ দেব বলেন, রক্তদান একটি মানবিক ও সমাজসেবামূলক কর্মসূচি। এমন একটি কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে রক্তদান শিবির বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আগামী ১৬ আগস্ট রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন নবারুণ দেব। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবেন বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি ব্যবস্থা না নেওয়া হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক।

ঐক্যবদ্ধভাবে বিকশিত

● **প্রথম পাতার পর** দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগের ইতিহাস বহন করে ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিবর্ণ পতাকার সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয়র একটি গভীর আবেগঘন সম্পর্ক রয়েছে। এই পতাকা দেশের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও গৌরবের প্রতীক। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা আরও জাগ্রত করার লক্ষ্যেই 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি সকল নাগরিককে এই কর্মসূচিতে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ঐক্যবদ্ধ শক্তির মাধ্যমেই ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিজেপি সদর শহর জেলার সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। দেশভাগের ইতিহাস স্মরণ করে অনুষ্ঠানে ঐক্য, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেমের বার্তা তুলে ধরা হয়।

স্বাধীনতা দিবস ঘিরে কড়া

● **আটের পাতার পর** নির্দেশে এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত এক সপ্তাহে ১৫১ জনকে আটক করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিহত করতেই এই অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।

এদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীদেরও বিশেষভাবে সতর্ক রাখা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী যৌথভাবে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। আগরতলার লঙ্কামুড়া সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের পক্ষ থেকে বাড়ানো হয়েছে টহল ও নজরদারি।

সীমান্তের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিএসএফ জওয়ানদের সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে সন্দেহজনক ব্যক্তির যাতায়াত, অনুপ্রবেশের চেষ্টা কিংবা অন্য কোনও অস্বাভাবিক গতিবিধি হচ্ছে কি না, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়মিত টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে বিএসএফ।

স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সীমান্ত থেকে শুরু করে শহর ও গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তার চাদর জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবস শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পালনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
15-08-2026, 01:35

আগামীকাল থেকে 'নীলজ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল', মুখোমুখি আট দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং 'নীল জ্যোতি ট্রাভেলস'-এর সৌজন্যে শুরু হতে যাচ্ছে ঐতিহাসিক 'নীল জ্যোতি রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'। এবারের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের সেরা আটটি দলবীরেন্দ্র ক্লাব, এগিয়ে চলো সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব, লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, টাউন ক্লাব, কল্যাণ সমিতি, রামকৃষ্ণ ক্লাব এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব ট্রফির লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি ম্যাচই রাজধানী আগরতলার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ফ্লাডলাইটের নৈশালকে অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ আগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে বীরেন্দ্র ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘ। ১৭ আগস্ট ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, ১৮ আগস্ট টাউন ক্লাব বনাম কল্যাণ সমিতি এবং ১৯ আগস্ট রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম ব্লাড মাউথ ক্লাবের মধ্যে খেলা হবে। এরপর ২০ ও ২২ আগস্ট দুটি সেমিফাইনাল এবং ২৫ আগস্ট জমকালো মেগা ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।প্রতিটি ম্যাচ ৯০ মিনিটের (৪৫-১০-৪৫ মিনিট) নির্ধারিত সময়ের নিয়মে খেলা হবে। নির্ধারিত সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকলে ১৫-১৫ মিনিটের অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে এবং তাও অমিমাংসিত থাকলে ফলাফল নির্ধারণে সরাসরি পেনাল্টি শুটআউট অনুষ্ঠিত হবে। দল গঠনে ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম রাখা হয়েছে; প্রতিটি দল ম্যাচে সর্বোচ্চ পাঁচজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করতে পারবে এবং একাদশে অন্ততপক্ষে তিনজন স্থানীয় খেলোয়াড়কে খেলানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। টুর্নামেন্টের টিকেটের ক্ষেত্রে সাধারণ ম্যাচের প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে ৩০ টাকা এবং ফাইনাল ম্যাচের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি নগদ ৬০ হাজার টাকা এবং রানার্স-আপ দল ৪০ হাজার টাকা প্রাইজমানি পাবে। এছাড়া প্রতি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ১ হাজার টাকা করে পুরস্কার পাবেন এবং টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতাকেও পুরস্কৃত করা হবে।টুর্নামেন্ট উপলক্ষে শুক্রবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি অমিত দেব, যুগ্ম সম্পাদক তপন সাহা, কৃষ্ণপদ সরকার এবং স্পন্সর নীল জ্যোতি ট্রাভেলসের কর্ণধার সঞ্জীব আচার্য। কিক-অফ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে জানানো হয়, রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এবং ফুটবলে কিক মেরে টুর্নামেন্টের সূচনা করবেন প্রাক্তন ফুটবলার সুনীল ভৌমিক। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত দলের খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দলগুলোকে নিয়ে এক বর্ণাঢ্য ফটো সেশনও আয়োজিত হয়।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ প্রীতি ভলিবল ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে আগামীকাল, শনিবার বিকেলে ত্রিপুরার ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য এক বিশেষ আকর্ষণের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা ভলিবল এসোসিয়েশন। দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরতে এবং যুবসমাজকে খেলাধুলায় আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করতে আগরতলার অরুন্ধতীনগর ভলিবল মাঠে একটি রোমাঞ্চকর প্রীতি ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। বিকাল ৩ টায় শুরু হতে যাওয়া এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ ম্যাচে মুখোমুখি হবে শহরের দুটি পরিচিত ক্রীড়া সংগঠনকাঁঠালতলী প্লে সেন্টার এবং অরুন্ধতীনগর প্লে সেন্টার। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিমান দেব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, স্থানীয় খেলোয়াড়দের প্রাণবন্ত লড়াই দেখতে মাঠে প্রচুর ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকের সমাগম ঘটবে। এছাড়া, নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থেকে দুই দলের খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভলিবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানানো হয়েছে।

সাউথ ত্রিপুরা ফ্রিডম রানে আকাশ, লক্ষ্মী চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনীয়ায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য "সাউথ ত্রিপুরা ফ্রিডম রান" ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় পুরুষদের জন্য প্রায় ১৫ কিলোমিটার এবং মহিলাদের জন্য প্রায় ১২ কিলোমিটার পথ নির্ধারণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় অর্থ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল; উভয় বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীরা ২০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা ১০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীরা ৫,০০০ টাকা প্রাইজমানি পান। এছাড়া সেরা খেলোয়াড়দের স্থান অনুযায়ী মেধা পুরস্কার ও সান্ত্বনা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।পুরুষ বিভাগে মোহনপুরের আকাশ বর্মন প্রথম স্থান এবং সোনামুড়ার তন্ময় ভৌমিক দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। অন্যদিকে মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন রাঙ্গামুড়ার লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন কাঠালছড়ির মাম্পি দে। আয়োজিত এই ম্যারাথন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের মাননীয় সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক ও সমাহর্তা মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালনা করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা।

রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে প্লেট গ্রুপে জয় দিয়ে শুরু বিলোনিয়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।।রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে জয় দিয়ে আসর শুরু করলো বিলোনিয়া মহকুমা। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটের প্লেট গ্রুপে বিলোনিয়া ২ উইকেটে পরাজিত করে খোয়াই মহকুমাকে। জামজুরি স্কুল মাঠে এদিন অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে খোয়াই মহকুমার গড়া ৯৭ রানের জবাবে বিলোনিয়া মহকুমা ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের তাপস চৌধুরী ৪ উইকেট দখল করেন।এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে খোয়াই মহকুমা মাত্র ৯৭ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অর্কধ্যূতি দেব ২৩ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, রাজ দত্ত ১৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং সুমন দেববর্মা ২২ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন।দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। বিলোনিয়া মহকুমার পক্ষে তাপস চৌধুরী ২৮ রানে ৪ টি, শুভঙ্কর দেবনাথ ১৩ রানে এবং তপন ঘোষ ২৬ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে তন্ময় দাস ৩৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১১ রান। খোয়াই মহকুমার পক্ষে অর্কধুতি দেব ৩২ রানে ৫ টি এবং নিশি কান্ত দে ৫২ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। খোয়াই প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেলো।

'উন্নতি করো, নয়তো বাদ পড়তে হবে', উইকেটরক্ষককে সোজা বলে দিলেন গিল-গম্ভীররা

দলে থাকতে হলে ব্যাটিংয়ে উন্নতি করতেই হবে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরুর একদিন আগে সরাসরি বলে দেওয়া হল ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক ধ্রুব জুরেলকে। একপ্রকার চাঁচাছোলা ভাষায় শুভমান গিল-গৌতম গম্ভীররা ধ্রুব জুরেলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নন। এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের ফার্স্ট চয়েস উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ। ব্যাট হাতে আহামরি পারফর্ম না করলেও মোটামুটি ভালো খেলেছেন তিনি। ফলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর বাদ পড়ার সম্ভাবনা কম। ধ্রুব জুরেল আপাতত দ্বিতীয় পছন্দের উইকেটরক্ষক। তবে মাঝে মাঝে দলে তিনি খেলেন শুধু ব্যাটার হিসাবে। এবার সেই জায়গাটাই সংকটে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী, শুধু ব্যাটার হিসাবে জুরেলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট নন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমান গিল। পারফরম্যান্সের উন্নতি করতে না পারলে তাঁকে যে বাদ পড়তে হবে সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। আসলে ধ্রুব জুরেল মোটেই ধারাবাহিক নন। এ পর্যন্ত ১০টি টেস্ট খেলে তাঁর গড় মাত্র ৩৪। শেষ ৫ টেস্টে সেভাবে পারফরম্যান্স নেই। সদ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে মাত্র ১৯ রান করেন তিনি। এরপর শ্রীলঙ্কা এ দলের বিরুদ্ধে সিরিজে ভালো খেললেও অনুশীলন ম্যাচে ফের ব্যর্থ হয়েছেন। টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, জুরেল যা পারফর্ম করছেন, সেটা আর যাই হোক দলে শুধু ব্যাটার হিসাবে জায়গা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাছাড়া শ্রীলঙ্কা সিরিজে সরফরাজ খানকে দলে নেওয়া হয়েছে। তাঁর পারফরম্যান্স রেকর্ডও জুরেলের চেয়ে ভালো। অনেকে মনে করছেন ৬ নম্বরে জুরেলের জায়গায় সুযোগ পাওয়া উচিত সরফরাজের। সেক্ষেত্রে বেঞ্চে বসতে হতে পারে জুরেলকে। তবে ম্যানেজমেন্ট প্রথম টেস্টেই তারকা উইকেটরক্ষককে বসাবে নাকি তাঁকে আর একটা সুযোগ দেওয়া হবে, সেটা স্পষ্ট নয়।

সিনিয়র ক্রিকেট এলিট গ্রুপে জয় দিয়ে শুরু মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। জয় দিয়ে আসর শুরু করল মোহনপুর মহকুমা। রাজ্য সিনিয়ার ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। শুক্রবার মোহনপুর মহকুমা ৪১ রানে পরাজিত করে সোনামুড়া মহকুমাকে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে এই দিন অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এই দিন সকালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মোহনপুর মহকুমা ২১০ রান করে। দলের পক্ষে জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৭০বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ৩১ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, সমীর দেববর্মা ২৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৬, সৌরভ দাস ২১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৭ রান। সোনামুড়া মহকুমার পক্ষে অমরেশ দাস ৪৩ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে সোনামুড়া মহকুমা ১৬৯ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে উদয়ন বসু ৩৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, দেবরাজ দে ৩৮ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, অমরেশ দাস ৩১ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং রাজিব সাহা ২৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। মোহনপুর মহকুমার পক্ষে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ২৬ রানে এবং অজয় সরকার ২১ রানে চারটি করে উইকেট দখল করেন।

রাজ্য ক্রিকেট এলিট গ্রুপে প্রথম জয় পেলো শান্তিরবাজার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। প্রথম জয় পেল শান্তিরবাজার মহকুমা। পরাজিত করল কৈলাসহর মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের এলিট গ্রুপে। শুক্রবার ধর্মনগরে কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শান্তিরবাজার মহকুমা ৬ কেটে পরাজিত করে কৈলাসহের মহকুমাকে। বিজয়ী দলের রাহুল হোসেন অর্ধশত রান করেছেন। এই দিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে রবি শংকর মুড়া সিংয়ের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে কৈলাসহর মহাকুমা মাত্র ১২৪ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে সাহেল দেববর্মা ৬৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, মোহাম্মদ ইশতেহার ৫৬ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৩ রান। শান্তির বাজার মহকুমার পক্ষে রবিশঙ্কর ২৫ রানে চারটি এবং অপূর্ব বিশ্বাস ২০ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। জবা বে খেলতে নেমে শান্তিরবাজার মহকুমা চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর দলকে টেনে তুলেন রাহুল হোসেন। দলের এই উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যানটি ৮৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ৫৬ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে কিষান মুরাসিং ৩৭ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান। কৈলাশহর মহকুমার পক্ষে বিশাল সিনহা ২৩ রানে এবং অভিক পাল ২৪ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন।

আশঙ্কাই সত্যি হল ! ব্রাজিল ম্যাচকে প্রাধান্য দিয়ে ফিফা আশিয়ান কাপ থেকে নাম তুলে নিল ভারত

আগামী ৩ অক্টোবর ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে ভারত। ওই একই সময়ের মধ্যে পড়েছিল ফিফার আশিয়ান কাপ। দু'টি ম্যাচে একই দল নামানো অসম্ভব ছিল। তাই আশঙ্কা সত্যি করেই আশিয়ান কাপ থেকে নাম তুলে নিল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। চেষ্টা ছিল আশিয়ান কাপে দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর। সেটাও হচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "আমরা আশিয়ান কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছি। ব্রাজিল ম্যাচ এবং আশিয়ান কাপ একইসঙ্গে খেলা সম্ভব নয়।" নাম তুলে নেওয়ার কারণে এশিয়ান ভাল দেশগুলির সঙ্গে ম্যাচ খেলার সুযোগ হারাল ভারত।

আশিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে ফিফা এ বারই প্রথম এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে। ভারত অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল আশিয়ান-বহির্ভূত দেশ হিসাবে। কিন্তু ফিফার সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিল তারা। আগামী দিনে আর আমন্ত্রণ পাঠানো হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভারতের গ্রুপে ছিল ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা।

প্রথমে ঠিক ছিল আশিয়ান কাপে দ্বিতীয় সারির দল নামানো হবে। শেষপর্যন্ত নামই তুলে নিয়েছে ফেডারেশন। অতীতে ফেডারেশনের বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সে সময় ফেডারেশনের সিদ্ধান্তে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়া।

বাইচুং বলেছিলেন, "কর্মসমিতির সভায় আমি জোর দিয়েছি আশিয়ান কাপে খেলার জন্য। সাফ প্রতিযোগিতার থেকে এটা অনেক ভাল প্রতিযোগিতা। খেললে অংশগ্রহণের জন্য আলাদা টাকা পাওয়া যাবে। ভাল খেললে আকর্ষণীয় পুরস্কারমূল্যও রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, দলের উন্নতির জন্য ওই প্রতিযোগিতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একটা ম্যাচ খেলার চেয়ে তিন-চারটে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলা অনেক ভাল।"

তিনি আরও বলেছিলেন, "ব্রাজিল হল ব্রাজিল। ওদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতাই আলাদা। কিন্তু খারাপ সময়ে ম্যাচটা হচ্ছে। মাত্র একটাই ম্যাচ খেলা হবে। জাতীয় দলের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য একটা ম্যাচ খেলে কী এমন লাভ হবে?

টিএস আর ১৪তম ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৪ আগস্ট।।দেশাত্মবোধ ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতে শুক্রবার সাব্রুম মহকুমার কালাছড়া, জোলাইবাড়ি ও মনুবাজার এলাকায় 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ১৪ নাম্বার ব্যাটালিয়ন।১৪তম ব্যাটালিয়ন টিএসআর-এর কমান্ডিং অফিসার শ্রী শিশির দাসের নেতৃত্বে সকাল ১১টা থেকে বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় পতাকার মর্যাদা, দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা তুলে ধরা হয়।এদিন টিএসআর-এর জওয়ানরা বিভিন্ন এলাকায় অংশগ্রহণ করে কর্মসূচিকে সফল করে তোলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও কর্মসূচি ঘিরে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়বদ্ধতার চেতনা আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।

ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের আগেই দুঃসংবাদ ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাতাহাতিতে মৃত্যু শ্রীলঙ্কার কোচের

শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা দুই টেস্টের সিরিজ। সেই দ্বৈরথের আগেই দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটে দুঃসংবাদ। মৃত্যু হল সেদেশের ক্রিকেট কোচ সুমিত ফের্নান্ডোর। জানা গিয়েছে, কলম্বোর এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সুমিত। ৬২ বছর বয়স হয়েছিল তাঁর। ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

শ্রীলঙ্কার ওয়ানডে এবং টি-২০ অধিনায়ক কুশল মেন্ডিসকে 'আবিষ্কার' করেছিলেন এই সুমিতই। তাঁর কোচিংয়ে ক্রিকেটে শুরু হয় কুশল মেন্ডিসের। সেই বিখ্যাত কোচের এহেন পরিণতি কেন? জানা গিয়েছে, ব্লুমফিল্ড ক্রিকেট অ্যান্ড অ্যাথলেটিক ক্লাব নামে কলম্বোর একটি ক্রিকেট কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুমিত। সেখানে কিউরেটর হিসাবে কাজ করতেন। কোচিংও করাতেন খুদে ক্রিকেটারদের। গত ৮ আগস্ট ওই কোচিং সেন্টারেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

সমস্যার সূত্রপাত জল খাওয়া নিয়ে। ট্রেনিং চলাকালীন কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার জল খেতে যান। গিয়ে দেখেন কলে জল নেই। সেটা জানালে কোচিং সেন্টারের কর্মীরা শুনতে চাননি। সেই নিয়েই দু'পক্ষে শুরু হয় বচসা। ক্রিকেটারদের সঙ্গে কর্মচারীদের হাতাহাতিও বেঁধে যায়। পরিস্থিতি শান্ত করতে যান সুমিত। কিন্তু তাঁকেও মারধর করা হয়। ১৭ বছর বয়সি এক ক্রিকেটারের মারে গুরুতর আহত হন সুমিত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কলম্বোর এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েকদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

সুমিতের মৃত্যুর আগেই ১৭ বছর বয়সি ওই ক্রিকেটারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মারধরের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। এবার সম্ভব খুনের ধারাও যোগ হবে। কলম্বোর আদালত আপাতত তাকে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে। তবে অভিযুক্ত যেহেতু নাবালক তাই তাকে রাখা হচ্ছে চাইল্ড প্রোবেশন কাস্টডিতে। আগামী সোমবার পর্যন্ত সেখানেই থাকবে সে। অন্যদিকে, সুমিতের মৃত্যুতে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটমহলে শোকের ছায়া। ভারতের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার সিরিজ শুরুর আগেই এমন ঘটনা মানতে পারছেন না অনেকেই।পরের মাসে বাংলাদেশে গিয়ে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলার কথা রয়েছে ভারতের। বাংলাদেশে নতুন সরকার আসার পর দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সামান্য উন্নতি হলেও তার কিছুটা অবনতি হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক বৈঠকের পর। এক মাস বাকি থাকলেও ভারতের বাংলাদেশ সফর এখনও নিশ্চিত নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির উপর নির্ভর করছে সব কিছু।

বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন, তাঁরা সরকারের অনুমতির অপেক্ষা করছেন। তিনি বলেছেন, "সরকার অনুমতি দিলে তবেই বাংলাদেশে যাবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আপাতত হাই কমিশনারের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। কিন্তু সরকারের অনুমতির পরেই সবটা চূড়ান্ত হবে।"

তিনি জানিয়েছেন, আপাতত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সঙ্গে সম্পর্ক ঠিকঠাকই আছে। তাঁর কথায়, "বিসিবি-র সঙ্গে সম্পর্ক আপাতত ঠিকঠাকই রয়েছে। তবে সরকারের থেকে চূড়ান্ত অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছি আমরা। এখনও সিরিজের দিন ক্ষণ নির্ধারিত হয়নি। অনুমতি পাওয়া গেলেই দ্রুত সেটি নির্ধারিত হয়ে যাবে।"উল্লেখ্য, বছরের শুরুর দিকে বোর্ডের নির্দেশে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার পরেই গোলমালের সূত্রপাত। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসেনি। তবে নতুন সরকার আসার পর বিভিন্ন দিক থেকেই সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা হয়েছে দু'তরফে। এখন দেখার, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া যায় কি না।

মহিলা ফুটবল লিগ নির্ধারিত ম্যাচ স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মহিলা লীগের আজকের নির্ধারিত খেলা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। মহিলা লীগ কমিটির চেয়ারম্যান অমিত দেব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, আজ ১৪ই আগস্ট ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী তিলকোমাঝি, সিমনা ও ডিয়ার ক্লাবের মধ্যে যে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল, তা আজ মাঠে গড়ায় নি। তবে স্থগিত হওয়া এই ম্যাচের পরবর্তী নতুন তারিখ ও সময় যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ক্লাব ও ক্রীড়াপ্রেমীদের জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

কাতার-মরক্কো-মিশর-সহ আরবের ছয় দেশ ইনফান্তিনোর পাশে, ফিফা সভাপতির প্রতি সমর্থন ক্রমশ বাড়ছে

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়াল কাতার-সহ ছ'টি আরব দেশ। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা যখন ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে সরব, সে সময় ছ'টি আরব দেশের সমর্থন অনেকটাই স্বস্তি দেবে তাঁকে।

২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতার ছাড়াও আগামী বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ মরক্কোর সমর্থন পেয়েছেন ইনফান্তিনো। ফিফা সভাপতির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করেছে লেবানন, সুদান, মিশর এবং মৌরিতানিয়ার ফুটবল সংস্থা। ছ'টি দেশের ফুটবল সংস্থার প্রধানেরা যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "আমরা নিজেদের ফুটবল সংস্থার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বিশ্বজুড়ে ফুটবলের উন্নতিতে তাঁর নেতৃত্ব এবং অঙ্গীকারের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।" আরও বলা হয়েছে, "বিশ্বজুড়ে ফুটবলের উন্নতিতে ইনফান্তিনোর অবদান, প্রতিটি অঞ্চলের সুযোগ বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন মানুষ এবং সম্প্রদায়কে একত্রিত করে ফুটবলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ইনফান্তিনোর নিরলস প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। ফুটবলের শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের লক্ষ্যে, সুযোগের পরিধি বাড়াতে এবং বিশ্ব ফুটবলে আরবের অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ইনফান্তিনোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে চাই।"ইনফান্তিনো 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইসেস' নামে একটি সংস্থা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিশ্বকাপ, ক্লাব বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতাগুলি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হত এই সংস্থাকে। আশা করা হয়েছিল, প্রস্তাবিত সংস্থার অন্তত ২১ শতাংশ মালিকানা বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা যাবে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে তিন মহাদেশের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। এ ছাড়াও গত দু'মাসে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে ফিফা সভাপতির মধ্যে। ইংল্যান্ড, ওয়েলস-সহ বিভিন্ন দেশ ইনফান্তিনোকে আর ফিফা সভাপতি পদে দেখতে চান না।

আফ্রিকার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা অবশ্য ইনফান্তিনোর পাশে দাঁড়িয়েছে। আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো আগেই তাঁকে সমর্থন করেছে। ইনফান্তিনোর সমর্থনে মুখ খুলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফ্রান্স এবং নিউ জিল্যান্ডও সুর কিছুটা নরম করেছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ ইনফান্তিনোর জন্য স্বস্তিদায়ক হয়ে উঠছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রক্তদানের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি ভেদাভেদের মনোভাব হ্রাস পাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: সমাজের প্রতি ক্লাবের দায়বদ্ধতাই পারে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর গ্রহণ যোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে। বর্তমানে ক্লাবগুলো রক্তদান, বস্ত্রদান, বৃক্ষরোপনের মতো সামাজিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি এলাকার ছোটখাটো বিষয় নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও বর্তমানে ক্লাবগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আজ অরুন্ধতীনগরের অরবিন্দ সংঘ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উল্লেখ্য, অরবিন্দ সংঘের উদ্যোগে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস, ১৫৫তম ঋষি অরবিন্দ ঘোষের জন্মদিবস এবং ক্লাবের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাতে ক্লাব সদস্য/সদস্যাদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও রক্তদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে মহিলারাও ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে যুক্ত থাকছেন। যা বর্তমান সময়ে ক্লাবের ভূমিকার গুরুত্ব বৃদ্ধির সূচককে নির্দেশ করে। ক্লাবগুলিকে নিরপেক্ষভাবে, এলাকার বয়োজেষ্ঠ্যদের সঙ্গে নিয়ে কোন ধরণের প্রভাব না খাটিয়ে ক্লাব

এলাকার বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাহলে ক্লাবের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে।

রক্তদানের গুরুত্বের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের ফলে রক্তদাতা ও রক্ত গৃহীতাদের মধ্যে এক ঐশ্বরিক চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি হয়। রক্তদানের মতো কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি ভেদাভেদের মনোভাব হ্রাস হয়। মানবতার উর্দে কিছুই নেই। মানুষের প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রকৃত মানবধর্ম হওয়া উচিৎ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোট জনসংখ্যার কেবলমাত্র ১৫ শতাংশ মানুষের রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ রয়েছে। রক্তদানের ফলে স্ট্রোকের ঝুঁকি, হার্টের বিভিন্ন সমস্যা অনেকাংশ হ্রাস পায়। বর্তমানে রাজ্যে ১২টি সরকারি এবং ২টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার চেষ্টা করছে। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের মনোভাব জাগরণের পাশাপাশি জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার আগরতলা শহরে আধুনিক পদ্ধতিতে পার্কিং-এর সমস্যা দূরীকরণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিকদেরও নিজস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মিনারানি সরকার, কর্পোরেটর অলক রায়, টিআরটিসি'র বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস-এর মেম্বার শ্যামল কুমার দেব, ক্লাবের সভাপতি শ্যামল কুমার দে ও সচিব সুপ্রিয় ঘোষ।

কৈলাসহরে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগানোই লক্ষ্য ঃ মন্ত্রী টিঙ্কু রায়

কৈলাসহর, ১৪ আগস্ট: দেশজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কৈলাশহরে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রা। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।

জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মেঘা জৈন, কৈলাশহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়-সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রী এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা হাতে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন অংশগ্রহণকারীরা। দেশাত্মবোধক আবহে গোটা কর্মসূচি ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের পরিবেশ। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, রাজ্যজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। প্রতিটি বাড়ি, স্কুল, কলেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি তিরঙ্গার সম্মানে পদযাত্রা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে ঊনকোটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কৈলাশহরে এই তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি 'বিকশিত ভারত' গড়ার সংকল্প যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও এই কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার বার্তা তরুণ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই ধরনের কর্মসূচির উদ্দেশ্য বলে জানান তিনি।

একইসঙ্গে দেশের জন্য আত্মবলিদানকারী শহিদ এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বার্তাও তুলে ধরা হয় তিরঙ্গা যাত্রার মাধ্যমে। 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কৈলাশহরের এই বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রায় ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা আরও একবার সামনে উঠে আসে।

বেহাল রাজনগর-পিত্রা সড়ক, ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত সাধারণ মানুষের

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনগর থেকে পিত্রা যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষা নামতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ কাদা ও বড় বড় গর্তে পরিণত হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, অফিসযাত্রী থেকে শুরু করে অটোচালকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। রাস্তার বিভিন্ন অংশে তৈরি হওয়া বড় বড় গর্তের কারণে প্রায়ই অটোরিকশা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে বলেও দাবি এলাকাবাসীর। স্থানীয়দের দাবি, প্রায় দুই বছর আগেও এই সড়কে দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। এরপরও গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের স্থায়ী সংস্কারে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। একদিকে উন্নয়নের দাবি, অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কের এমন বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় মানুষ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত রাজনগর-পিত্রা সড়কটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে রাস্তার গর্ত ও জল-কাদার সমস্যা দূর করার পাশাপাশি স্থায়ীভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। নিত্যযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি চলাচলের উপযোগী করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ধর্মনগরে নেশাবিরোধী অভিযানে ১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার, আটক এক

ধর্মনগর, ১৪ আগস্ট: ধর্মনগরে নেশাবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল ধর্মনগর থানার পুলিশ। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রাজবাড়ী এলাকার আইএসবিটির সামনে অভিযান চালিয়ে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম উত্তম কুমার নাথ। তাঁর বাড়ি কাঞ্চনপুর এলাকায় বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধর্মনগরের আইএসবিটি সংলগ্ন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে উত্তম কুমার নাথের ওপর পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালানো হলে তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। ঘটনার পর ধর্মনগর থানার পুলিশ এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে। উদ্ধার হওয়া মাদক কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে কোনও বড় ধরনের জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মাদক পাচারচক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চালানো হচ্ছে।

জমি বিবাদে ধারালো দা দিয়ে হামলার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এক ব্যক্তির

উদয়পুর, ১৪ আগস্ট: জমি সংক্রান্ত বিবাদে এক ব্যক্তিকে ধারালো দা দিয়ে হামলা করে গুরুতর জখম করার মামলায় অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল আদালত। শুক্রবার, ১৪ আগস্ট ২০২৬, উদয়পুরের অতিরিক্ত সেশনস জজ অভিযুক্ত সাধন হরি জমাতিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে এই সাজা ঘোষণা করেন।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্ত সাধন হরি জমাতিয়া খেদারনাল, জমাতিয়া পাড়ার বাসিন্দা এবং নতুবাজার থানার অন্তর্গত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারায় তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও পাঁচ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

এছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারায় তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৩ হাজার টাকা জরিমানার সাজা দেওয়া হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দুটি সাজাই একইসঙ্গে কার্যকর হবে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২১ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ বিরগঞ্জ থানার মাকামজয় পাড়ায় রাবার বাগানকে কেন্দ্র করে জমি সংক্রান্ত বিবাদ শুরু হয়। সেই সময় এফআইআর-এ নাম থাকা অভিযুক্ত সাধন হরি জমাতিয়া, মাকামজয় পাড়ার বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সি মারেন্দ্র রিয়াংকে ধারালো দা দিয়ে হামলা করেন। হামলায় মারেন্দ্র রিয়াংয়ের ঘাড়ে গুরুতর রক্তক্ষরণজনিত আঘাত লাগে। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার তদন্তের পর বিরগঞ্জ থানার তৎকালীন তদন্তকারী আধিকারিক ইন্সপেক্টর দেবানন্দ রিয়াং ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেন। বর্তমানে তিনি সোনামুড়া পুলিশ কোর্টে কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে উল্লিখিত সাজা ঘোষণা করে। মামলাটি বিরগঞ্জ থানার মামলা নম্বর ৫০/২০২১, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ও ৩০৭ ধারায় রুজু হয়েছিল।

স্বাধীনতা দিবস ঘিরে কড়া নিরাপত্তা, পশ্চিম ত্রিপুরায় বাড়ানো হলো নজরদারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: রাত পোহালেই দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে রাজ্যজুড়ে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে চলছে বিশেষ নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান। সীমান্ত এলাকাতেও নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছে বিএসএফ।

শুক্রবার এডি নগর পুলিশ কমপ্লেক্সের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নাকা চেকিং বসানো হয়েছে। পাশাপাশি সন্দেহজনক গতিবিধির উপর নজর রেখে বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। আগরতলা আইএসবিটি এবং রেল স্টেশনেও ড্রাগ স্কোয়াডের মাধ্যমে বিশেষ অভিযান চলছে। তিনি আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রীর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 15-08-2026, 01:29